শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত

বৈশাখ—১৩৪৩

দাম—আট আনা।

প্রকাশক—শ্রীতারকদাস গঙ্গোপাধ্যায়।
"যোগেন্দ্র পাব্লিশিং হাউস"
১০৮ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শালিখা, হাওড়া
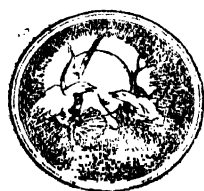
প্রিণ্টার—শ্রীঅমূল্য চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
"ভট্টাচার্য্য প্রেস"
২১, আতাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূর্ব্বাভাষ :—

প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের ইতিহাস যাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রায়শঃ নির্ভর করিতে হইয়াছে নানাবিধ শিলালিপি ও অসংখ্য জনশ্রুতির উপর। শিলালিপিগুলি যে যে রাজার রাজত্ব কালে খোদিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সে রাজারই কীর্ত্তি পাষাণরেখায় চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে রচিত,—জনশ্রুতি এতই অলীক ও পল্লবিত কথায় ভারাক্রান্ত যে তাহা হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে যাইয়া অনেক ইতিহাসলেখক ইতিহাসের পরিবর্ত্তে উপন্যাস রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন।

সম্রাট অশোকের জীবন-কথা অধ্যয়ন করিতে যাইয়া এই কথাই বার বার আমার মনে হইয়াছে। অশোকের শত ভ্রাতা হত্যার পৈশাচিক কাহিনী ও "মহেন্দ্র" ও "সঙ্ঘমিত্রা"কে অশোকের পুত্র কন্যা বলিয়া কোন কোন ইতিহাসলেখক উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু "ভিসেণ্টস্মিথ" প্রভৃতি পুরাবৃত্ত বিষয়ে প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অশোককে নিতান্ত ভ্রাতৃবৎসল ও'মহেন্দ্র','সঙ্ঘমিত্রাকে' তাঁহার ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিত বিনয় সেনও তাঁহার রচিত পাঠ্যপুস্তকে 'মহেন্দ্র' ও 'সঙ্ঘমিত্রাকে' ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকে সেই মতই গ্রহণ করা হইয়াছে।

তবে আমি ইতিহাসের উপর বেশী নির্ভর না করিয়া মানব-হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাতের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই স্কুল ও কলেজের ছেলেদের অভিনয়ের জন্য এই নাটকখানি রচনা করিলাম;— নাটকের তাহাই প্রাণবস্তু বলিয়া মনে হয়।

সে আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা, নাটকখানা যখন লিখিতে আরম্ভ করি তখন আমার বুকে যমদণ্ড ও রাজদণ্ড সমান আবেগে আঘাত করিতেছিল, লেখার সাবলীল গতি সে আঘাতে যে প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। হৃদয়বান পাঠক এই জন্য গ্রন্থকারকে ক্ষমা করিতে আশা করি কার্পণ্য করিবেন না।

ইতি—

গ্রন্থকার।

পরিচয়

অশোক	...	ভারত সম্রাট
উপগুপ্ত	...	সম্রাটের গুরু
কুণাল	...	সম্রাটের পুত্র
নিগ্রোধ	...	সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র
মহেন্দ্র	...	সম্রাটের ভ্রাতা
রাধাগুপ্ত	...	মন্ত্রী
দীপঙ্কর	...	সম্রাটের সখা
রুদ্রদেব	...	সেনাপতি
চণ্ড	...	নগরপাল

প্রথম অঙ্ক।

—প্রথম দৃশ্য—

স্থান—প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ।

সম্রাট অশোক নিতান্ত অস্থির ভাবে কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, দীপঙ্কর-তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটা পদ্মকোরকের দলগুলি খুলিতে খুলিতে চলিয়াছে। হঠাৎ থামিয়া সম্রাট অশোক বলিলেন—

অশোক। না দীপঙ্কর! আমি একটুও উত্যক্ত হইনি। আমি চাই একটা বিরাট সংঘাত।—যে বলবান সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক,...তুর্ব্বল ধূলিস্যাৎ হোক। অক্ষম যে, তার বেঁচে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।

দীপঙ্কর। কিন্তু বলিষ্ঠেরা যাকে অক্ষম ও তুর্ব্বল বলে উপেক্ষা করে সেই প্রায়শঃ টিকে থাকে;—ঝড়ের সঙ্গে যখন বনানীর সংঘাত লাগে, বনস্পতিই ভেঙ্গে পড়ে,...ক্ষুদ্রতমা কানন-বল্লরিটি ঝড়ের

দুর্দ্দম্য দোলায় দুলে দুলে সে প্রলয়ের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব অক্ষত রাখে।

অশোক। এ কি অস্বাভাবিক নয় বলে তুমি মনে কর?

দীপঙ্কর। সংসারে অস্বাভাবিক অনেক কিছুই ঘটে সম্রাট!—ভ্রাতার বিরুদ্ধে ভ্রাতার অসি হস্তে অভিযান এও কি অস্বাভাবিক নয়?

অশোক। কেন?—স্বার্থের জন্য পরের মস্তকে যদি খড়্গ হান্‌তে পার, ভ্রাতার মস্তকটি এমন প্রিয় হল কেন? পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ে যারা জয়ধ্বনি তুলেছিল, তারা তাঁর ভাই নন্দের হত্যা কেন অনুমোদন কর্লে না আমি বুঝতে পারি না।

দীপঙ্কর। নন্দই রাজ্যের ন্যায্য উত্তরাধিকারী ছিলেন।

অশোক। কি কারণে? শুধু জন্মের আভিজাত্যই বড় হল? চন্দ্রগুপ্তের অপূর্ব্ব শৌর্য্য,—যার পদতলে মেসিডোনিয়ার বিশ্ব-বিজয়িনী শক্তি মস্তক নত করেছে;—তাঁর অলৌকিক সাহস, প্রখরা বুদ্ধি,—যাদের জগদ্বিখ্যাত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শূর আলেকজেণ্ডার বার বার অভিনন্দন জানিয়েছেন,—সবকে স্বেচ্ছাচারী কৌলিন্যের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে শুধু কি জাতের আভিজাত্যই তার উদ্ধত শির উঁচু করে দাঁড়াবে?

দীপঙ্কর। দীন ব্রাহ্মণ,—রাজনীতি বুঝি না সম্রাট!—তুচ্ছ স্বার্থের জন্য বিদ্রোহের রক্ত চক্ষু মেলে কি পিতা, ভ্রাতার মস্তকের উপরও খড়্গ উদ্যত কর্ব্ব?—

অশোক। তুমি ব্রাহ্মণ রাজনীতি বুঝ্ছ না; কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন যাঁর আশীর্ব্বাদে প্রতিষ্ঠিত, সে চাণক্যও ব্রাহ্মণ ছিলেন,—তিনিই ভ্রাতৃহত্যার জন্য চন্দ্রগুপ্তের অসিখানি পিধান হতে টেনে নিয়ে নিজ হাতে শাণিত করে দিয়েছিলেন;—কর্ম্ম জগতে স্নেহ,মমতার স্থান নেই দীপঙ্কর!—দীনের উটজ কুটীর কক্ষে,—ভাব-রাজ্যের অধিকারীদের বুকে তারা মাথা খুঁড়ে মরুক গে,...যারা বাস্তব রাজ্যে সিংহাসন নিয়ে রঙ্গমঞ্চে নেমেছে তারা স্নেহ, মমতার আর্দ্র ধারায় নিজের পথকে কখনো পিচ্ছল করে তুলে না।

দীপঙ্কর। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কথায় রামানুজ ভরতের যে ভক্তি ভরে ভ্রাতার পাদুকা পূজার কথা উল্লেখ আছে তাহা বর্ত্তমান সাম্রাজ্য লোলুপ ব্যক্তিদের কাছে তবে একটা ব্যঙ্গের বিষয়?

অশোক। ভরত জানতেন যে দুদিন পরে অযোধ্যার সাম্রাজ্য তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে, তাই তাঁর এত ভ্রাতৃপ্রেম,—সিংহাসনের উপর এতটা বৈরাগ্য।

দীপঙ্কর। কেন সম্রাট?—সাম্রাজ্য হাতে নিয়ে তিনি কি রাজ্যের সৈন্য সামন্তকে নিজের পক্ষে চিরদিন বশে রেখে তাঁর দাদা রামচন্দ্রকে বাধা দিতে পার্ত্তেন না, আজ কালের অনেক রাজা মহারাজারা যেমন কচ্ছেন? রামচন্দ্রের মস্তকটি এমন কোন নিরাপদ স্থানে ছিল না যেখানে আততায়ীর আক্রমণ দুঃসাধ্য হত!

অশোক। তুমি বেশ তর্ক কর্ত্তে জান দীপঙ্কর!

[রুদ্রদেবের প্রবেশ]

রুদ্র। সম্রাটের জয় হোক।

অশোক। সংবাদ শুভ সেনাপতি ?

রুদ্র। ভারতের সকল নৃপতিই মগধেশ্বরকে সম্রাট বলে স্বীকার করেছেন,—একমাত্র কলিঙ্গরাজ,—

অশোক। স্বীকার কর্ত্তে চায় না বুঝি ?—

রুদ্র। আজ্ঞে।—তিনি মগধের মৃত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুসীমের পুত্রের জন্য অপেক্ষা কর্ব্বেন।

অশোক। হুঁ ! সেনাপতি !—

রুদ্র। সম্রাট !

অশোক। কলিঙ্গ রাজের এই ঔদ্ধত্যের কারণ কি তার অপ্রমেয় দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবল ?

রুদ্র। তাই বোধ হয় সম্রাট ! কলিঙ্গ রাজের উদ্দাম ব্যবহার মগধেশ্বরের সিংহাসনকে অবমানিত করেছে।

অশোক। বেশ। কলিঙ্গ ধ্বংস কর্ব্বার জন্য বিরাট সৈন্যদল চালিত কর সেনাপতি।—ঐ মহাসাগরের বেলাভূমি স্পর্শ করে আর একটা যেন শোণিত-সাগর রচিত হয়। অতি দ্রুত,—এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব কর না।

রুদ্র। দেশে অশান্তির অগ্নি যে এখনো নির্ব্বাপিত হয় নি সম্রাট ! "বোধিদ্রুমে" আঘাত করার দরুণ সমস্ত বৌদ্ধজগতে, বিদ্রোহের অগ্নি ধূমায়িত হচ্ছে।

অশোক। অশোকের একটা ফুৎকারে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হবে।—অশোকের শাসনমুষ্টি যে ইস্পাতে নির্ম্মিত দেশ এখনো তা বুঝ্‌তে পারেনি।

রুদ্র। আমি যাই তবে সম্রাট! কলিঙ্গ অভিযানের আয়োজন করিগে।

অশোক। যাও।—উদ্বেল সাগরের জলোচ্ছ্বাসের প্রবেশ পথ যদি রুদ্ধ না কর—শেষে প্রলয় প্লাবন রোধ করা দুঃসাধ্য হবে। অতি সত্বর তৈইরি হও।

রুদ্র। যে আজ্ঞে। [প্রস্থানোদ্যোগ

অশোক। শোন।

রুদ্র। কি আদেশ সম্রাট?

অশোক। নগরপাল চণ্ডকে আমার আদেশ জানিয়ে দাও,—সাত দিনের মধ্যে আমি দেশের বিদ্রোহের অবসান চাই। ন্যায় অন্যায়ের মুখ পানে তাকাইবার কোন প্রয়োজন নেই, বিচারের কোন আবশ্যকতা নেই,—যদি অত্যাচার কর্ত্তে হয়, তার জন্য কেউ কারণ দর্শাইবার জন্য জোর কর্ব্বেনা,—হত্যার জন্য কেউ দায়ী হবে না। যেমন করে হোক, বিবেক, সহানুভূতি সব ধূলিসাৎ করে।—

রুদ্র। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

দীপঙ্কর। একজন সম্রাটের পক্ষে এ কি রকম আদেশ হল?

অশোক। তুমি ব্রাহ্মণ, রাজনীতি বুঝ না বল্লে,—তোমার তর্ক তুল্‌বার কি প্রয়োজন?

দীপঙ্কর। একজন কূট রাজনীতিজ্ঞ সম্রাটের এতদিন সাহচর্য্য করেও যে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না, এই জন্য নিজের মেধাকে ধিক্কার দিচ্ছি।

অশোক। সম্রাটের সঙ্গে তুমি বেড়িয়েছ মাধবী রাত্রির জ্যোৎস্নালোকে,...সে যখন অন্ধকার পথের যাত্রী ছিল তখন যদি তার সঙ্গে থাক্‌তে, তার এই নির্ম্মম রাষ্ট্রনীতি বুঝ্‌বার জন্য নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে হত না।

দীপঙ্কর। এও ত দীর্ঘ দিন কেটে গেল, সম্রাটের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছি তবু ত প্রজ্ঞা প্রখরা হল না।

অশোক। তুমি চলেছ তোমার বন্ধু যখন জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়ে পুষ্পবনের বকুল বিছানো পথ দিয়ে চলেছে;—সে যখন পিতৃস্নেহ বঞ্চিত হয়ে গহন কান্তারে ঘুরে বেড়াত,...যখন তাকে কুৎসিত কুষ্ঠরোগগ্রস্থ ভেবে আত্মীয়, পরিজন ঘৃণায় তার মুখে নির্দ্দয় ভাবে থুথু ছুড়ে মার্‌ত,...ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় উন্মাদ প্রায় হয়ে নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে সে যখন প্রাণপণে চক্ষু বিস্ফারিত করে বাতাসের আর্দ্র বায়ু টেনে নেবার জন্য দীর্ঘ জিভ্ বের করে আকাশ পানে চেয়ে থাকত,... না বন্ধু, থাক।—অতীত স্মৃতি আমায় হয়ত আবার উন্মাদ করে তুল্‌বে।

দীপঙ্কর। অনেক সৌভাগ্যবানের অতীত জীবনপথ পুষ্পাস্তীর্ণ ছিল না।—পঞ্চ পাণ্ডব সম্রাট ভবনের স্বর্ণ ঝিনুক মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু বিপদের কি প্রবল ঝঞ্ঝা তাঁদের

মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল!—কি কঠোর সংগ্রামে নেমে তাঁদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হল! কিন্তু অতীত জীবনের এ দুঃখের জন্য তাঁরা দানবের মত বিশ্বশান্তির উপর কখনো আপতিত হননি,—পর-ধর্ম্মের প্রতি প্রতিহিংসার খড়্গও উদ্যত করেন নি।

অশোক। বিনা কারণে সম্রাট অশোকও কাহারো উপর অত্যাচার করে না।

দীপঙ্কর। অলৌকিক ধী-সম্পন্ন পণ্ডিত চাণক্য যদি আজ বেঁচে থাক্‌তেন,—তিনিও বোধ হয় সম্রাট অশোকের, ঐ শান্ত, ক্ষমাশীল নিরীহ বৌদ্ধগণের উপর এ নির্ম্মম অত্যাচার,—একটা পুণ্যস্মৃতি জড়িত পবিত্র বোধিবৃক্ষ কর্ত্তনের কোন নৈতিক কারণ খুঁজে পেতেন না।

অশোক। তিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন, যত বড় রাজনীতিজ্ঞ হোন, তা'হলে আমি তাঁর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রখরতা কখনো স্বীকার কর্ত্তেম না।—প্রেমধর্ম্মের পুরোহিত ঐ বৌদ্ধগণের কর্ম্মসন্ন্যাস ক্রিয়া-কলাপ কিছু লক্ষ্য করেছ?—কি সর্ব্বনাশ ভারতের উপর নিয়ে আস্‌ছে তারা,...পরাধীনতার কি দৃঢ় নিগড় ভারতের কণ্ঠে পরাবার জন্য উদ্যত হয়েছে? প্রাণীজগতের যা ধর্ম্ম নয়, স্বভাব নয় তাই আজ বৌদ্ধগণ শান্তির পীতপতাকা ঘাড়ে নিয়ে প্রচার কচ্ছে।—প্রাণী রাজ্যে অহিংসা তুমি কোথাও দেখছ?—শার্দ্দূল মৃগশিশুর বক্ষঃ ছিন্ন করে চুমুক মারে, শ্যেন শালিকের কণ্ঠ চিরে রক্ত খায়,... ভূজঙ্গ মাটীতে বুক দিয়ে চলে কিন্তু সামান্য আঘাত পেলে ফোঁস্‌

করে ফণা তুলে হিংসার তীব্র হলাহল উদ্গার করে। ভারতের প্রবেশদ্বারে হূন, শক, পহ্লব রণতূর্য্যের ভৈরব নিস্বন তুলে, অসি উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বৌদ্ধগণ ভারতের বুকে প্রচার কচ্ছে,—আনন্দশীতল অহিংসা ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা।

দীপঙ্কর। কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ মহামহিম মনস্বিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের স্নিগ্ধ ছায়ার নীচে আশ্রয় নিয়েছেন।

অশোক। তা জানি, তাই প্রচণ্ড আঘাতে তাঁদের অশেষ ভক্তি অভিষিক্ত বোধিবৃক্ষ ছেদন করেছি,—আঘাতে আঘাতে যদি তাঁদের মধ্যে হিংসা জাগাতে পারি।—ভারতের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলি যদি নিভৃত চৈত্যের আড়ালে লুক্কাইত থেকে রাত্রি দিন অহিংসার মন্ত্র জপ করে,ভারতের এই আসন্ন সর্ব্বনাশের কে গতি রোধ কর্ব্বে? কিন্তু কৈ? দীপঙ্কর! এত আঘাতেও বৌদ্ধগণের মধ্যে একটা ব্যক্তি বজ্রমুষ্টি তুলে অশোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াল না;—এম্‌নি ক্লীব, কাপুরুষ হয়ে পড়েছে এরা! এরাই হতে পার্‌ত আলেকজেণ্ডার মত দুর্দ্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী,—শ্রীকৃষ্ণের মত কুরুক্ষেত্রের নায়ক,—পরশুরামের মত কঠোর তেজস্বী।

দীপঙ্কর। সম্রাটের নীতির বিরুদ্ধে আমি বার বার বিদ্রোহ তুলেছি, আজ আপনার দূরদর্শিনী বুদ্ধিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

[চণ্ডের প্রবেশ]

চণ্ড। সম্রাটের জয় হোক! চণ্ডাল রুহিদাস ধরা পড়েছে সম্রাট!

অশোক। এখনো নরকে নিক্ষেপ করনি তাকে?

চণ্ড। সম্রাটের আদেশ—

অশোক। কোন প্রয়োজন নেই। সম্রাটের আদেশ সেনাপতি জানিয়ে দেয় নাই?

চণ্ড। দিয়েছেন সম্রাট! তবু—

অশোক। সামান্য বিষয় নিয়ে সম্রাটকে ত্যক্ত কর না। সম্রাট তাঁর শাসনের লৌহ দণ্ড নগরপালের হস্তে তুলে দিয়েছে। যাও—

চণ্ড। যে আজ্ঞে। [প্রণাম করিয়া প্রস্থান]

দীপঙ্কর। সম্রাট অশোকের প্রদীপ্ত রোষ কুমার সুসীম ত মাথা পেতে নিয়েছেন, তাঁর অনাথ পুত্রটিও কি এ রোষ হতে অব্যাহতি পাবে না?

অশোক। কলিঙ্গরাজ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তাকে খুঁজে বের কর্ব্ব না?—এস আমার সঙ্গে,—একটা কৌতুক দেখাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

স্থান—রাজোদ্যানের পার্শ্ববর্ত্তী পথ। কাল—প্রভাত।

শ্রমণবেশী নিগ্রোধ ঝরা শেফালি কুড়াইতে কুড়াইতে গাইতেছিল—

—গীত—

আমি ফুল হয়ে ফুটিতে চাই।
লভিতে তোমার চরণে ঠাঁই।
আমি ধূপ হয়ে
পুড়িয়ে পুড়িয়ে
তব চরণ তলে হইব ছাই।
চাহিনা হইতে ললাট শোভন,
গন্ধ মোহন চুয়া চন্দন,
চাহিনা হইতে শিরোমণ্ডন,
মণি মুকুতা কাঞ্চন,
যেন আমি দীপ হয়ে
দীপালি জ্বালিয়ে
তব মন্দির মাঝারে নিভিয়া যাই।

[গান সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটী সুন্দর বালক উদ্যান হইতে বহির্গত হইয়া নিগ্রোধকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল]

নিগ্রোধ। তোমার নাম কি?

কুণাল। কুণাল।

নিগ্রোধ। বেশ নামটি,—যেমন দুটি কমল আঁখি তেমন নামটি।

কুণাল। তুমি ত বেশ গাইতে পার! আমায় শেখাবে গান?

নিগ্রোধ। আমার সঙ্গে যাবে?

কুণাল। কোথায়?

নিগ্রোধ। সে অনেক দূর,—বিন্ধ্যাচলের বনে।

কুণাল। তা কেমন করে যাব?

নিগ্রোধ। তবে গান শিখ্‌বে কেমনে?

কুণাল। তুমি চল না আমাদের বাড়ী। ঐ প্রকাণ্ড প্রাসাদ, —ঐ উঁচু চূড়—

নিগ্রোধ। তা তোমার যে ঐ বাড়ী, তোমার কণ্ঠের ঐ হীরক কণ্ঠহার দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু আমি রাজপ্রাসাদে যাব না ত।

কুণাল। কেন? গেলে বাবা তোমায় কত দান কর্ব্বেন।

নিগ্রোধ। আমায় দান কর্ব্বার মত ধন তোমার বাবার ভাণ্ডারে নেই।

কুণাল। বাঃ রে! নেই বুঝি?—বাবা প্রত্যহ কত হাজার, হাজার ব্রাহ্মণকে দান করেন জান?

নিগ্রোধ। আমি ব্রাহ্মণ নই; তোমার বাবা আমায় কিছু দান কর্ব্বেন না।

কুণাল। সে কি বলছ? দানের কি জাতি বিচার আছে?

নিগ্রোধ। তোমার বাবা জাত বিচার করেই দান করেন।

কুণাল। তুমি জান না। তিনি বড় উদার,—বড় মহৎ।

নিগ্রোধ। হতে পারে। কিন্তু কোন বৌদ্ধ শ্রমণ তাঁর উদার, মহৎ হৃদয়ের দান গ্রহণ কর্ত্তে যাবে না।

কুণাল। কেন যাবে না?

নিগ্রোধ। যাঁদের মন্ত্রণাগৃহে প্রতিদিন হত্যার ষড়যন্ত্র হয়, যাঁদের স্বর্ণ সিংহাসনে রক্তের দাগ লেগে আছে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁদের দ্বারে কখনো অতিথি হয় না।

কুণাল। বৌদ্ধেরা কখনো হত্যা করে না?

নিগ্রোধ। তারা অহিংসার পূজারী।

কুণাল। তাদের কি রাজ্য নেই, তারা কি কখনো দিগ্বিজয়ের জন্য অভিযান করে না?

নিগ্রোধ। তাদের রাজ্য,—প্রতি প্রেমময় হৃদয়ে।—তারা দিগ্বিজয়ে যায় অহিংসার "অনন্ত পতাকা" উড়িয়ে,—মানবকে রক্ত-পিছল পথ হতে উদ্ধার করে কল্যাণের পুণ্যালোকে নিয়ে আস্‌বার জন্য। তোমার মত তিনিও ছিলেন এক রাজার ছেলে,—মানবের দুর্গতি দেখে তাঁর প্রাণ গেল ব্যথায় ভরে,—প্রাসাদে প্রমোদের শত আয়োজন তাঁর ব্যথিত চিত্তকে ভুলাতে পার্ল না। মাতা, পিতার পরিপুর্ণ ভালবাসা, পত্নীর প্রেম, পুত্র স্নেহ,—কোন সুখদ আকর্ষণ তাঁকে টেনে রাখতে পার্ল না;—মানবের কল্যাণ সন্ধানে তিনি

ছুটে এলেন বন্ধুর পথে। রুদ্র প্রকৃতির নিষ্ঠুর অত্যাচার, রিপুর প্রবল আক্রমণ তাঁর দেহ ও মনকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করেছে,—

কুণাল। তিনিই বুঝি বুদ্ধ ?

নিগ্রোধ। হাঁ, তিনিই পরম বুদ্ধ। আমরা তাঁরই উপাসক, তাঁরই পূজারী। নিরঞ্জনার তীরে তাঁর আঁখি হতে যে করুণা ক্ষরিত হয়েছে তার পবিত্র ধারা মানুষের প্রাণের হিংসা, অসূয়াকে ধুয়ে মুছে মানবকে সুন্দর শুভ্র করে তুল্‌ছে।

কুণাল। তা' হলে আমিও বৌদ্ধ হব ভাই !

নিগ্রোধ। তুমি আমায় ভাই ডাক্‌লে কেন ?

কুণাল। কি জানি ভাই ! কেন সে মধুর ডাক হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

নিগ্রোধ। ভাই ডাকা ভারি মধুর না ?

কুণাল। আমার ত ভারি মিষ্টি লাগে। একি ভাই ? তোমার চোখের পল্লব তল হঠাৎ জলে ছল ছল কচ্ছে কেন ? তুমি কি ব্যথা পেয়েছ ? তোমার কি ভাই নেই ?

নিগ্রোধ। তুমিই ত আছ।

কুণাল। আমি ত আছি ; আর কেউ নেই ?

নিগ্রোধ। না।

কুণাল। বাবা ?

নিগ্রোধ। বাবাও নেই।

কুণাল। আহা ! তুমি বড় দুঃখী।

নিগ্রোধ। যাঁর চরণে আমি শরণ নিয়েছি, সে দুঃখ-বারণ আমার সব দুঃখ হরণ করেছেন। আমার কোন দুঃখ নাই।

কুণাল। তবে তোমার চোখে এত জল কেন?

নিগ্রোধ। স্মৃতির আঘাত লেগে বুঝি চোখে জল এল।

কুণাল। স্মৃতির আঘাত?—বড় দুঃখময়ী স্মৃতি বুঝি? তুমি আমার কাছে কেন গোপন কচ্ছ ভাই? তোমার বুকের তলে যে ব্যথা জমাট হয়ে আছে তা তোমার চোখের চাহনীতে ব্যক্ত করে দিচ্ছে। দুঃখ কর না ভাই, আমি যখন বৌদ্ধ হয়ে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যাব, আমি তোমায় ভ্রাতার সমস্ত ভালবাসা দিয়ে গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে, তোমার আঁখিতে আঁখি মিলিয়ে সমস্ত দুঃখের স্মৃতির পথ রোধ করে দেব।

নিগ্রোধ। চুপ্-চুপ্ ভাই! আমি তা'হলে পালাই। তোমার বাবা তোমার এই সব কথা যদি শুন্‌তে পান আমায় তক্ষুনি নরকের অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দগ্ধে মার্‌বেন।

কুণাল। না ভাই, তোমায় কেউ নরকে ফেল্‌বে না ভাই!

নিগ্রোধ। সে দিন চোখের সম্মুখে দেখলাম, এক হতভাগ্যকে নরক দূতগুলো ধরে নিয়ে গেল। বেচারার কি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! বার বার মাটিতে আছ্‌ড়ে পড়ে কত কাতর প্রার্থনায় প্রাণ ভিক্ষা চাইলে, নির্ম্মম, নিঠুর, বধির নরকদূত গুলো,—কোন কথা শুন্‌লো না। একটা রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে আমার বুকখানি ঘন ঘন স্ফীত হতে লাগল। দুটি হাত যুক্ত করে ভগবান তথাগতকে শরণ করে

চলে এলাম। কি বীভৎস রচনা তোমার বাবার রচিত এ নরক। তোমার বাবা যতই মহৎ হউন, কিন্তু তিনি ভাই, ভারি নিষ্ঠুর।

কুণাল! কি জানি। কিন্তু পথে ঘাটে দেখি প্রত্যহ কত জনকে নরক দূতগুলো ধরে নিয়ে যায়। তাদের আর্ত্তনাদে তোমার মত আমারও প্রাণ কেঁদে ওঠে। নরকে নাকি তাদেরে তপ্ত তৈল কটাহে ফেলে দগ্ধ করে, আগুনে পোড়ায়, আরো কত কি! এই শুনে শুনে, রাত্রিতে যখন ঘুমিয়ে পড়ি কত ভীষণ স্বপ্ন দেখি,—কতকগুলি বিকট দর্শন কঙ্কাল, তাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে আগুন জ্বল্‌ছে, হাড়ে হাড়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে আমার চোখের সম্মুখে দুপাটি দাঁত মেলে নাচতে থাকে, ভয়ে আমি ঘুমন্ত অবস্থায় চীৎকার করে উঠি।

নিগ্রোধ। মানুষ, মানুষকে ভয় না করে বনের সিংহ,শার্দ্দূলকে ভয় করে কেন বল দেখি?

কুণাল। আচ্ছা ভাই! বাবাকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি এক ভোর রাত্তিরে আমি বেরিয়ে যাব, তোমার বাড়ীর সন্ধানটি আমায় বলে দাও না।

নিগ্রোধ গাইল—

আমি ঝড়ের ঝরা বকুল
ঝড়ে উড়ে
গেছি দূরে
আমার নাইক বাসা নাইক কূল।

ছিল আমার শ্যামল গেহ,
ছিল মুকুলে মুকুলে কত স্নেহ,
সে সবুজ শাখায় নাচিয়ে দেহ
গাইত কত বুলবুল।

[প্রস্থান]

কুণাল। এঁ্যা! চলে গেলে? বাড়ীর সন্ধানটি দিয়ে গেলে না ভাই?

[সম্রাট অশোক ও চণ্ডের প্রবেশ]

অশোক। কুণাল!—

কুণাল। এঁ্যা! বাবা! তুমি? না,—না বাবা! সে ত তোমায় নিষ্ঠুর বলেনি, তুমি তাকে নরকে নিক্ষেপ কর না বাবা!

অশোক। কোথায় গেল?

কুণাল। তার বাড়ীর সন্ধান ত বলে গেল না।

অশোক। এখনো বেশী দূর যায়নি। চণ্ড, দৌড়—দৌড় ছুটে যাও, যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের কর।

চণ্ড। যে আজ্ঞে। [দ্রুত প্রস্থান]

কুণাল। বাবা ক্ষমা কর তাকে, কোন অপরাধ করেনি সে। তবু তাকে ক্ষমা কর। বড় সুন্দর—বড় সুন্দর সে। দেখে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে।

অশোক। হাঁ সুন্দর বই কি। তাই ত তাকে খুঁজ্ছি। সেই চোখ, সেই চাহনী, সেই মুখ।—বড় সুন্দর না? এ জগতে শুধু

সুন্দরেরই জয়,—শুধু সুন্দরেরাই পৃথিবীতে বেঁচে থাক্‌বে তাদের সৌভাগ্যের শকট কুৎসিতের বক্ষঃপঞ্জরের উপর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে ? যে কুৎসিৎ, কুরূপ, তার বুকে অপার স্নেহ, বাহুতে দুর্জ্জয়া শক্তি, মস্তিষ্কে বিপুলা মনস্বিতা থাকলেও শুধু রূপের অপরাধে, সংসারে তার প্রতিষ্ঠা নেই। সুন্দরের এত স্পর্দ্ধা কেন ? কুণাল, জান ? কুরূপ বলে পিতা আমায় পরিত্যাগ করেছিল, সুন্দর বলে তোকেও তোর পিতা পরিত্যাগ কর্ত্তে পারে ?

কুণাল। তুমি উত্তক্ত্য হয়েছ। এস বাবা! উদ্যানে বেড়াতে যাই।

[অশোককে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

—তৃতীয় দৃশ্য—

স্থান—অলিন্দ। কাল—মধ্যাহ্ন।

মন্ত্রী রাধাগুপ্ত, নগরাধ্যক্ষ চণ্ডের সঙ্গে তর্ক করিতেছিলেন।

রাধা। শোন চণ্ড—এ আদেশ আমি পালন কর্ত্তে পারব না।

চণ্ড। এ সম্রাটের আদেশ।

রাধা। সম্রাটের যিনি সম্রাট,—সে ভগবানের দেওয়া যে বিবেক, আগে সে বিবেকের আদেশ মানতে হবে। সম্রাটের আদেশে বিবেক বিসর্জ্জন দিতে পার্ব্ব না।

চণ্ড। রাজ্য সুশাসনের জন্য সম্রাট যে আদেশ দিয়েছেন মগধের মহাসামন্তই কি প্রথমে তা অমান্য কর্ব্বেন? তা' হলে সম্রাটের কর্ণে যখন এ সংবাদ পৌঁছবে, তিনি কি আর কোনও রাজবিধান রচনা করবার জন্য মহাসামন্তের পরামর্শ নেবেন,—না তাঁকে মন্ত্রিত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন?

রাধা। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নগর পাল? বেশ। তোমার সম্রাটকে বলগে,—তিনি যেন আমায় শীঘ্রই বিদায় দেন। দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বৎসর এ রাজ্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে অনেক বিধান রচনা করেছি; এখন আমি স্থবির, দেহ, মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; এখন সম্রাটের মহাসামন্তের আর কোনও প্রয়োজন নেই।—রাজ্যের

সুশাসনের জন্য মন্ত্রীর পরামর্শের প্রয়োজন হত তখন,—যখন রাজ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হত ধর্ম্মের পুণ্য বেদীর উপর,...যখন প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য রাজা প্রাণপ্রিয়া বনিতাকে বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধা কর্ত্তেন না,...যখন শরণাগত ক্ষুদ্র একটা কপোতের জন্য রাজা নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। এখন তোমাদের রাজ্য শাসনের জন্য মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই, পশ্চাতে অগণিত সৈন্য, সম্মুখে উদ্যত আয়ুধ হস্তে ভীষণ-দর্শন শরীর রক্ষা,—ব্যস্! যথা ইচ্ছা শাসন করে যাও, প্রজাদের একটা দীর্ঘনিশ্বাস তুলবারও সাহস থাকবে না।

চণ্ড। কিন্তু মহাসামন্ত যে একটা বিদ্রোহীকে প্রশ্রয় দেবেন, সম্রাট স্বপ্নেও এই কথা ভাবেন নি।

রাধা। পুষ্পপুরার সিংহাসনকে যে বুকের রক্ত দিয়ে রক্ষা করেছে, তাকে মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত করবার জন্য নগরাধ্যক্ষের স্পর্দ্ধা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।

চণ্ড। মিথ্যা অপবাদ? বিদ্রোহী রুহিদাস সম্রাটের আদেশে নরকে নীত হচ্ছিল, নরকদূতকে তাড়িয়ে মহাসামন্ত কি তাকে দিবসের উজ্জ্বল আলোকে আশ্রয় দেন নি?

রাধা। রুহিদাস বিদ্রোহী কিনা সম্রাট কি সে বিচার করেছেন?

চণ্ড। সে যে বিদ্রোহী,—সে যে বিদ্রোহী কুমার সুসীমের বিধবা ভার্য্যাকে গোপনে আশ্রয় দিয়ে এত দিন রেখেছিল, সম্রাট তা শুধু সংবাদ-সংগ্রাহকের মুখে জেনেছেন।

রাধা। শুদ্ধ গুপ্ত সংবাদদাতার কথার উপর নির্ভর করে একটা লোকের প্রাণের উপর বিনা বিচারে আঘাত করা কি সম্রাটের পক্ষে সমীচীন? তুমি জান, সম্রাটের উদ্ভট রচনা নরকের পৈশাচিক কাণ্ডের কথা?—মানুষ কত বড় নিরয়গামী হলে এমন বীভৎস নরকের কল্পনা মনে আন্‌তে পারে! আজ যদি মৃত্যু-বিধাতা স্বয়ং যম এসে এ নরক দেখ্‌তে পেতেন, তিনি যতই করাল ভীষণ হোন, সম্রাটের এই পৈশাচিক সৃষ্টি দেখে তিনিও ভয়ে নিশ্চয় শিহরি উঠতেন। এমন প্রাণঘাতী যন্ত্রণার মধ্যে বিনা বিচারে একটা লোককে নিক্ষেপ কর্‌তে তোমরা উদ্যত হয়েছ ছিঃ-ছিঃ।

চণ্ড। কিন্তু সামন্তকে বোধ হয় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে অপরাধীকে আশ্রয় দেওয়া কত বড় অন্যায়?

রাধা। নিশ্চয় না। কিন্তু বিচারের পূর্ব্বে কাকেও অপরাধী বলে শাস্তি দেওয়া কি অন্যায় নয়? রুহিদাসকে কি প্রমাণে তোমরা অপরাধী কচ্ছ? কেন তাকে তার নিভৃত বন-নিবাস হতে টেনে এনে এত পীড়ন কর্লে? একটা সম্রাটকে প্রজা পীড়নের পাপ হতে রক্ষা কর্‌বার জন্য তাঁর পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী তাঁর অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারিত করেছে।

চণ্ড। সামন্ত যখন অনেক কিছু জানেন, তখন এইটুকু নিশ্চয় জানেন যে,—মৃত কুমার সুসীমের পত্নী ও পুত্র এতদিন চণ্ডাল-পল্লীতে রুহিদাসের আশ্রয়ে ছিল?

রাধা। তা ছিল। কিন্তু রাজপুত্রের পরিজনকে আশ্রয় দেওয়া

প্রজার অপরাধ নহে। কুমার সুসীম যখন নিজের রক্ত দিয়ে পিতা বিন্দুসারের অত্যাধিক স্নেহের প্রায়শ্চিত্ত কর্ল তখন তার নিরাশ্রয়া আসন্নপ্রসবা বিধবা এত বড় রাজ্যের মধ্যে কোথাও একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেল না; এই রুহিদাস,—জাতিতে সে চণ্ডাল,—চণ্ডালকে মানুষ বলে তথাকথিত আভিজাত্যে উন্মাদ বর্ণ হিন্দুগণ স্বীকার করে না,—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহযাত্রী হয়ে কুকুরও স্বর্গের পথে চলেছিল, কিন্তু শূদ্র তপস্যা করেছে বলে আর এক প্রজারঞ্জক রাজা তার মস্তক ছেদন করেছিলেন,—এমন হীন কুলজাত এই রুহিদাস! কিন্তু তার চণ্ডাল চর্ম্মাচ্ছাদিত বুকের তলে এমন এক মহান, প্রকাণ্ড হৃদয় ছিল যা ধরবার ঠাঁই অনেক জাত্যাভিমানী রাজপুতের পাঁজরের ভিতর নাই। এই রুহিদাসই সম্রাট অশোকের উদ্যত অসির তলে মাথা রেখে অনাথা রাজকুলবধূকে আশ্রয় দিয়ে প্রজার কর্ত্তব্য নির্ভিক ভাবে পালন করেছে। মগধের সিংহাসন নিয়ে সম্রাট বিন্দুসারের ছেলেরা কাড়াকাড়ি কচ্ছিল,—দুর্ব্বল পুত্রটিকে যদি কোন প্রজা সাহায্য করে তাতে সে বিদ্রোহী হয় না। এই কলহে যদি আজ অশোক হেরে যেত, তোমার আমার মত রাজভক্ত সামন্ত, নগরপালও বিদ্রোহী বলে হয়ত ঘোষিত হত।

চণ্ড। মহাসামন্ত প্রবীণ হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যে বাকচাতুর্য্যে জয়ী হব না তা নিশ্চিত; আমি সে জন্য আসিও নি। আমি এসেছি মন্ত্রীর কাছ হতে রুহিদাসকে বন্দী করে নেওয়ার জন্য।

রাধা। সে ক্ষমতা কি নগরাধ্যক্ষের আছে?

চণ্ড। নিশ্চয়।

[চণ্ড তূর্য্যধ্বনি করিবা মাত্র একদল সশস্ত্র সৈন্য তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিল।]

চণ্ড। [সৈন্যগণের প্রতি] যাও। প্রয়োজন হলে আবার সঙ্কেত করব। [সৈন্যগণের প্রস্থান।

চণ্ড। ক্ষমতা আছে সামন্ত!

রাধা। তোমাদের এই অভিনয় দেখে আমি কৌতুক অনুভব কচ্ছি। আমাকে ভয় দেখাতে আস? স্পর্দ্ধা বটে! কত অগণিত সৈন্য, কত দুর্ধর্ষ সেনাপতি, কত নগণ্য নগরপাল আমার এই অঙ্গুলি সঙ্কেতে দীর্ঘ পঞ্চাশৎ বৎসর চালিত হয়েছে;—আজ মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে সম্রাট অশোকের নগররক্ষক আমায় ভয় দেখাতে আসে! ডাক তোমার সৈন্যদলকে, আমি বৃদ্ধ মন্ত্রী ঐ নির্ব্বোধ পশুর দলকে তোমাদের দিকে চালিত কর্ত্তে পারি কিনা দেখি। আমি যদি সম্রাট বিন্দুসারের প্রিয়তম পুত্র সুসীমের অনাথ বালকের করুণ কাহিনী উচ্চকণ্ঠে আজ প্রকাশ করে দিই,—যদি মগধের জনসাধারণকে জানিয়ে দিই যে সম্রাট বিন্দুসার কুমার সুসীমকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন,...সিংহাসনের সে ন্যায্য অধিকারীকে হত্যা করে, তার পুত্রকে বঞ্চিত করে আজ সম্রাট বিন্দুসারের এক পরিত্যক্ত কুমার কৌশলে সিংহাসন অধিকার করেছে, আমার বিরুদ্ধে আজ যে অসি ভাড়া করে এনেছ এখনই সে অসিগুলি তোমাদের মস্তক লক্ষ্য করে উত্থিত হবে।

চণ্ড। মহাসামন্ত কি একটা বিপ্লব রাজ্য মধ্যে আন্‌তে চান ?

রাধা। মোটেই না। তোমরাই তার আয়োজন করে সৈন্যদল নিয়ে আমার দুয়ারে হানা দিয়েছ। কুমার সুসীম হত, সম্রাট অশোক তাঁর অপূর্ব্ব সাহস,অতুলনীয়া কূটবুদ্ধি দ্বারা মগধের সিংহাসন আয়ত্ত করেছেন। বেশ।—যোগ্য ব্যক্তি দেশের সাম্রাজ্য পরিচালনা করুন,—তাতে কারো কোন আপত্তি নেই। অপ্রিয় যা ঘটেছে, শত চেষ্টায়ও তার যখন প্রতিকার হবে না, তখন সে কথা মনের কোনে গোপন হয়ে থাক। সেই ঘটনার অবশেষ টেনে এনে খোঁচা মেরে তাকে আর উত্তেজিত কর না। যে ঘটনা বিস্মৃতির তলে চাপা পড়েছে, রুহিদাসের উপর অত্যাচার নিয়ে সে ঘটনা আবার নবীন হয়ে মাথা তুল্‌তে পারে। নানা দিক চিন্তা করে আমি রুহিদাসকে আশ্রয় দিয়ে একটা বিপ্লবের মুখে চাপা দিয়েছি।

চণ্ড। আপনার বক্তব্য তা'হলে সম্রাটকে জানাইগে ?

রাধা। হাঁ, জানাওগে। তাঁকে বল, ভাল করে বিবেচনা করে দেখ্‌তে, তিনি যেন বুড়ো মন্ত্রীকে ভয় না দেখান। নিতান্ত যদি নাছোড়বান্দা হন, আমি তাঁর তরবার নীচে মাথা এগিয়ে দিয়ে, রাজা উশীনরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পড়ে থাক্‌ব ;—তারপর যা অদৃষ্টে লিখে এনেছি, তার ফল ভোগ কর্‌ব।

চণ্ড। তা হলে আপনি অপেক্ষা করুন, আমি যাই।

রাধা। দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান।

—চতুর্থ দৃশ্য—

স্থান—সম্রাটের বিলাস-উদ্যান। কাল—রাত্রি।

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, এই জ্যোৎস্নালোকে সম্রাট বসন্তোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ পুষ্প সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কয়েকটি সুন্দর বালক বাঁশীর সুরের সঙ্গে গাইতেছিল।—

—গীত—

উৎপলে ভ্রমরে হল জানাজানি
তবু কেন ?—তবু কেন ?
দুটি প্রাণে নাহি হেন কানাকানি ?

ওগো, দিন বহে যায়,
দিন বহে যায়,
এই রূপ, এই গন্ধ হায় !
অবসান প্রায়,
সুমুখে ঘনায় হিম যামিনী।
উড়াবে সৌরভ উতর বায়
ছিন্ন দল ঝরিবে হায় ! তুষার ঘায়।

অতীত অনুরাগ
লুটি হতাশায়
টানিবে মরম তলে
শুধু তার স্মৃতিখানি। [প্রস্থান]

[সম্রাট অশোকের প্রবেশ]

অশোক। কর্ম্ম জীবনের নেপথ্যে এসে এই আনন্দের আয়োজন কর্‌লেম তাও বুঝি ব্যর্থ হল। যার অন্তরের প্রতি স্তর অশান্তির দাহনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, কোন্ চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ স্পর্শ সে উষ্ণতা জুড়াবে তার? দিন বয়ে যায় ত যাক্, অর্দ্ধপথে যাত্রা যদি বন্ধ কর্ত্তে হয়, হোক তাই।—

[দীপঙ্করের প্রবেশ]

দীপঙ্কর। কেন সম্রাট? এই চন্দ্রালোকে যাঁকে উৎসবের রাণী করেছেন, তিনি কুমার কুণালকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বলে কি সম্রাটের মনে এই গ্লানি?

অশোক। পিতার বিলাস-উদ্যানে পুত্রের সন্ধানে থাকবার রাণীর ত কোন কারণ নাই।

দীপঙ্কর। কারণ যথেষ্ট। এই পুষ্পবিভূষণ গন্ধবহ কাননে, এই স্ফুট চন্দ্রালোকে সৌন্দর্য্য-পিপাসু প্রাণ কি একটা বিরলপল্লব শেওড়া গাছের পানে চেয়ে থাকবে?—তার কি মধু বসন্তের পুষ্পিত চম্পকের পানে চাহিতে সাধ যায় না?

অশোক। তুমি বড় অসংযত হয়ে পড়েছ দীপঙ্কর!

দীপঙ্কর। সত্য যা, তা কোন ভদ্রতার ব্রীড়ায় বদ্ধ না থেকে অসংযত ভাবেই বেরিয়ে আসে। স্বভাবের এই দোষ আমার কিছুতেই সংশোধন হল না। অস্ত্রের খোঁচা মেরে প্রজাদের বক্ষঃ হতে ভক্তির উৎস উৎসারিত কর্ত্তে পারেন সম্রাট! কিন্তু ভালবাসা আদায় করা যায় না।

অশোক। তাই নাকি?

দীপঙ্কর। তাই বই কি! তার জন্য এমনি চন্দ্রালোকে চকাচকির চোখে চোখে চাহনী চাই, কাননে, কাননে কুঙ্কুম রেণু উড়ায়ে, কোকিল কণ্ঠে কাকলী তুলে মলয়পর্ব্বতবিহারী পবন-দূতের আগমন চাই, মাধবীবল্লরীর অঙ্গে অঙ্গে নব কিশলয়ের সবুজ সমারোহ চাই।

অশোক। তুমি দেখ্‌ছি বন্ধু, অন্তঃসলিলা ফল্গু।

দীপঙ্কর। না সম্রাট!—একটা বদ্ধ মলিন জলা; তাই কোন রূপমোহিনী, ছায়া পড়বার ভয়ে কাছে আসে না,—তাদের চারু প্রতিবিম্ব চমকিয়ে ওঠে যত তড়াগের নির্ম্মল জলের উপর।

অশোক। কুৎসিত হওয়া তাহলে স্রষ্টার এই বিরাট বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একটা অভিশাপ?

দীপঙ্কর। তাই বলেই ত মনে হয়। বুকে যত ভালবাসা, যতই প্রেম থাক, বাহিরে রূপের প্রচ্ছদে তা ঢেকে না রাখলে সংসারে সফলতা তার কৈ?

অশোক। হুঁ। দীপঙ্কর!—

দীপঙ্কর। সম্রাট?

অশোক। কুণাল কোথায় জান?

দীপঙ্কর। আপনাকে খুঁজতে একবার উদ্যানে এসেছিল, তার পর কোথায় গেল জানি না ত।

অশোক। হঠাৎ আমায় খুঁজবার কি প্রয়োজন? কেন খুঁজছিল?

দীপঙ্কর। কারণ ত কিছু জিজ্ঞাসা করিনি সম্রাট।

অশোক। কেন এল?—কেন এল? এ উদ্যানে তার কি প্রয়োজন? কুণাল আমার!—একটা নবস্ফুট অনাঘ্রাত অরবিন্দ,—এক টুক্‌রো চাঁদের আলো,—মলিনতার কোন ছায়া স্পর্শ করে নি। কিন্তু পিতার প্রমোদ-উদ্যানে পুত্রের পরিভ্রমণ কেন? অপেক্ষা কর দীপঙ্কর, আমি আস্‌ছি। [প্রস্থান।

দীপঙ্কর। বাঃ রে! ব্যাপার মন্দ নয়। উনি গেলেন পুত্রের সন্ধানে আর আমি চেয়ে চেয়ে আকাশ পানে হাই তুলি! মানুষের লেজের অভাব যখন মাছি তাড়ানোর বেলায়ও বোঝা যায় না, তখন নর্ম্মসখা রূপ নেজুরটার রাজা-রাজরাদের কি প্রয়োজন বুঝছি না! শুদ্ধ তাঁদের মুখের কথা টেনে নিয়ে হাঁ মহারাজ,—হাঁ মহারাজ ধ্বনি, আর একটুখানি স্মিত চোখে চাহনী!—নাঃ। ত্যক্ত ধরে গেছে! যাক, কিন্তু আজকের এই উৎসবে যখন ব্যসনের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, তখন আমি এখানে বসে ভেড়েণ্ডা ভাজি কেন? কোথায় যাই?—দূর ছাই!—একটা মনের মানুষ কাছে নাই যে একটু চটুল চোখে চাই।

[ফুল মালা লইয়া গাইতে গাইতে বালকগণের প্রবেশ]

ভাব্‌ছ কেন সখা ?
আস্‌ছে বিয়ে দুলিয়ে পাখা।
চেয়ে দেখ আকাশ পানে
হাস্‌ছে কেমন রাকা !
হবে বিয়ে, হবে বিয়ে
বিয়ে যে তোমার বরাতে আঁকা।

দীপঙ্কর :— বাঃ রে বা ! চমৎকার ! চমৎকার !
বিয়ে আমার ?
কার এখন আর ধারি ধার ?
এনেছিস্‌ খবর মজার
দেব খাবার পেড়ে নোনা পাকা, পাকা।

বালকগণ :— বিয়ে সখা বিয়ে !
বাঁধব তোমায় হল্‌দে সূতো দিয়ে।
গেঁথেছি এ বরণমালা,
মিলে ওগো, সব শালা,
আঁধার ঘরে আলো জ্বালা,
আস্‌বে বৌ ঘোমটা ঢাকা।

দীপঙ্কর ঃ— চল্, তবে রে চলরে তোরা,
মারিস্‌নে বুকে আর যষ্টিমধুর কোড়া,
দেব মানৎ পাঁঠা জোরা
যদি আনিস ত্বরা সে মধুর চাকা।

বালকগণ ঃ— তিষ্ঠ সখা তিষ্ঠ!
আশায় বাঁধ পৃষ্ঠ,
মুখটি মোদের কর মিষ্ট
যখন হবে দেখা সঠিক পাকা।

দীপঙ্কর ঃ— লাগ্‌বে যখন বিষ্যুৎবারের বারবেলা
হুলু লাগাস্ ভাই, সেই বেলা,
ব বুকের মাঝে দিয়ে ঠেলা
চমকে দুটি হাতের শাঁখা।

বালকগণ ঃ—দুহাত বাড়িয়ে গলা ও ভাই!
খেতে চাও বুঝি, কাঁচকলা?
বিয়ের পথে পথ চলা
একটুখানি আছে বাঁকা।

[দীপঙ্করকে টানিয়া লইয়া বালকগণের প্রস্থান]

———

—পঞ্চম দৃশ্য—

স্থান—প্রাসাদ সম্মুখস্থ পথ। কাল—প্রভাত।

গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পরাশি ছিঁড়িয়া পদদলিত করিতে করিতে উন্মাদপ্রায় সম্রাট অশোকের প্রবেশ।

অশোক। হা—হা—হা! সুন্দর! সুন্দর! এম্‌নি ছিঁড়ে, পিষে দলিত করে সৌন্দর্য্যের অবসান কর্ব্ব এই পৃথিবীর বক্ষঃ হতে। এ দুরিত দুর্গন্ধময় নরকে তোর এত সুষমা কেন?—এত সৌরভ কেন? এক রাত্রির শেফালি তুই! চন্দ্রালোকে তোর গন্ধে তোর রূপে যারা মুগ্ধ প্রাণে বার বার তোর পানে তাকিয়েছে, এই প্রভাতের পূর্ণ আলোকে কেউ আর তোর সন্ধান নেবে না। অভাগিনী!—এই নরকের এই রীতি! হা—হা—হা! আকাশ! আকাশ! হা-হা—হা! যদি হাতের কাছে পেতাম, তোমাকেও ভেঙ্গে-চুরে ধূলিস্সাৎ করে দিতাম। কি গরিমায় তোমার ললাটদেশ উদ্ভাসিত করে সূর্য্যোদয় হচ্ছে! মানুষ এ সৌন্দর্য্যের পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়,—স্বর্গ বলে তোমার কীর্ত্তন করে, তোমার পানে চেয়ে হাত জোড় করে ভগবানের তপস্যা করে;—মূর্খ মানব জানে না,—তাদের উলঙ্গ মস্তকের উপর কি প্রাণঘাতী বজ্র লুকিয়ে রেখেছ? হা—হা—হা! ধরে ফেলেছি! স্রষ্টার সৃষ্টির চাল্‌বাজি! উঃ! উঃ! বিষ! বিষ! কি তীব্র প্রাণঘাতী হলাহল! বুক আমার জ্বলে গেল,

—জ্বলে গেল! কি বিষ পিতার মুখে ঢেলে দিলি পিতৃঘাতী বিশ্বাসঘাতক প্রাণাধিক—উঃ! জ্বলে গেল—জ্বলে গেল! [প্রস্থান।

[দ্রুত দীপঙ্কর ও রাধা গুপ্তের প্রবেশ]

দীপঙ্কর। কৈ? কৈ? এইখানে ত নেই তিনি।

রাধা। দেখ, দেখ,—দৌড়। যেমন করে হোক তাঁকে ধরে রাখ, নৈলে একটা বিরাট সর্ব্বনাশ আসন্ন।

দীপঙ্কর। কিন্তু আমার সামর্থ্যে এই উদ্দাম মনকে টেনে রাখ্‌তে পার্‌ব কি? তার চেয়ে মহাসামন্ত এ কাজে অগ্রসর হলে ভাল হত না?

রাধা। না, ভাল হবে না। চণ্ডাল রুহিদাসকে আশ্রয় দিয়ে আমি সম্রাটের ক্রোধ উদ্দীপিত করেছি, আমাকে সম্মুখে দেখ্‌লে তিনি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌বেন। তুমি যাও, এক মুহূর্ত্তও দেরী কর না। একটা ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কায় আমার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যাও,—যাও—ছুটে যাও। হা ভগবান!

[উভয়ের ভিন্ন দিক দিয়ে দ্রুত প্রস্থান।

—ষষ্ঠ দৃশ্য—

স্থান—অরণ্য। কাল—প্রভাত।

একটা পলাশ বৃক্ষ তলে বসিয়া কুণাল গাইতেছিল। তাহার চোখের দুইটি কোটর হইতে রক্ত গলিয়া পড়িতেছে।

—গীত—

আমার আঁধার মরম মাঝে
ঢাল গো কিরণ ধারা।
আমি নয়ন হারা, নয়ন হারা
কোথা তুমি? কোথা তুমি?
হে মম! মরমী-মরমের ধ্রুবতারা!

যদি দিয়েছ নিভিয়ে আঁখির আলো
আমার মলিন মরম মাঝে
তোমার শিখাটি জ্বালো
বল, ওগো বল—
কোন পথে গেলে পাব তব
আলোর ইসারা?

[নিগ্রোধের প্রবেশ]

নিগ্রোধ। এ বিজন বনে আমার প্রাণাধিক ভাই কুণালের কণ্ঠস্বর নিয়ে কে তুমি গাইছ?—তুমি কি কুণাল?

কুণাল। আমি কুণাল। কিন্তু কে তুমি ভাই, আমার সন্তপ্ত প্রাণ জুড়াতে এলে?

নিগ্রোধ। এঁ্যা! একি? নয়নের ছুটি কোটর হতে রক্ত গলে পড়্ছে! আহা! কোন্ নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ভাইয়ের উৎপল-আঁখি ছুটি এমন ভাবে উৎপাটিত করলে?

কুণাল। তুমি কি সেই শ্রমণ ভাই?

নিগ্রোধ। হাঁ ভাই।

কুণাল। কাছে এস। তোমার কোমল হাতে আমার বক্ষঃটি বুলিয়ে দাও। বড় অন্ধকার ভাই,—বড় অন্ধকার। জীবনের সূর্য্যালোক না ফুট্তেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল। শ্রমণ ভাই!—

নিগ্রোধ। কি ভাই?

কুণাল। এখন রাত্রি না দিন?

নিগ্রোধ। এই ত সবে মাত্র প্রভাত হল।

কুণাল। তবে পাখীর কাকলী স্তব্ধ কেন?

নিগ্রোধ। এখনো বন-গহন হতে অন্ধকার দূর হয়নি, তাই বুঝি পাখীর ঘুম ভাঙ্গেনি।

কুণাল। এইটি কি বন?

নিগ্রোধ। হাঁ ভাই, নিবিড় বনভূমি।

কুণাল। ভাই! এক রাত্তির তাহলে একা একা এই বনে আমি কাটিয়েছি। এই এক রাত্তির আমার জীবনের যেন একটা দীর্ঘ বৎসর কেটে গেল।

নিগ্রোধ। কোন্ নির্দ্দয় আমার সুন্দর ভাইটির এমন দশা কর্‌লে?

কুণাল। কেউ নয় ভাই, কেউ নয়,—নিষ্ঠুর তোমার ভাইয়ের অদৃষ্ট। শ্রমণ ভাই!—

নিগ্রোধ। কি ভাই?

কুণাল। বড় ইচ্ছা হয় এ সুন্দরী পৃথিবীকে আর একবার নয়ন ভরে দেখি। এর উষার অরুণোদয়,—সন্ধ্যার শুকতারাটি,—এর জ্যোৎস্নালোকিত বনরাজির উপর শ্যামল লাবণ্যের তরঙ্গোচ্ছ্বাস, আমার প্রাণে সৌন্দর্য্যের কি মোহনিয়া স্বপ্ন রচনা কর্‌ত জান? ঘনশ্যাম কামিনী কুঞ্জে পুষ্পোৎসবের নিমন্ত্রণে ঝাঁকে, ঝাঁকে কত বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি উড়ে আস্‌ত,—কত ভ্রমর কালো পাখার হাওয়ায় সৌরভ ছড়িয়ে গুঞ্জন তুল্‌ত আমার সাধ হত,—এক বৃন্তে তেম্‌নি সৌরভভরা একটা শুভ্র ফুল হয়ে আমিও ফুটে উঠি,—তেমনি করে প্রজাপতির রূপের খেলা দেখি, ভ্রমরের গুঞ্জন শুনি। ভগবানের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি জীবনে আর দেখব না শ্রমণ ভাই!

নিগ্রোধ। আহা! আমার চোখ দুটি তুলে নিয়ে ভাই, তোমার চোখের কোটরে বসিয়ে যদি দৃষ্টি ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌তেম!—

কুণাল। শ্রমণ ভাই, তুমি তেম্‌নি সুন্দর আছ ত?—তোমার

দুটি রক্তাভ ঠোঁটের ফাঁকে শুভ্র হাসিটি একটুকুও মুছে যায়নি ত? তোমায় যে দিন প্রথম দেখেছিলেম, আমার হৃদয়ের মধ্যে তোমাকে ধর্‌বার জন্য সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল,—ইচ্ছা হয়েছিল তোমার দুটি সুকোমল বাহুর আলিঙ্গন মধ্যে আমার সমস্ত দেহখানি এলিয়ে দিয়ে তোমার বুকের তলে স্থান করে নিই।

নিগ্রোধ। এই বক্ষঃখানি এখনো তোমার জন্য মুক্ত আছে, চির জীবনও তোমারি জন্য মুক্ত থাক্‌বে ভাই!

কুণাল। তবে চল ভাই, এ রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাই, তোমায় হত্যা কর্‌বার জন্য এ রাজ্যের সৈন্যেরা তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নিগ্রোধ। না ভাই, কেউ আমায় হত্যা কর্‌বেনা। কেন কর্‌বে? ভিক্ষু আমি, অহিংসার মঙ্গলমন্ত্র শুনাবার জন্য আমি দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমায় কে হিংসা কর্‌বে ভাই?

কুণাল। তুমি জান না ভাই! সে দিন বাবার চোখে তোমার সন্ধনে তীব্র হিংসা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

নিগ্রোধ। তোমার বাবাই কি তোমার নয়ন উৎপাটিত করেছেন?

কুণাল। মগধের সম্রাটের আদেশ—

নিগ্রোধ। সম্রাট ত তোমারই পিতা।

কুণাল। পিতা তখন, যখন রাজসিংহাসনের নেপথ্যে তিনি চলে আসেন।—যখন সিংহাসনে, তখন তিনি সম্রাট,—তখন তিনি বিচার ও দণ্ডের কর্ত্তা।

নিগ্রোধ। আমার কুণাল ভাই কি এমন অপরাধ করল, যার জন্য এই কঠোর শাস্তি?

কুণাল। আমি ত জানিনা ভাই, কি অপরাধ করেছি, যিনি দণ্ডের কর্ত্তা তিনিই জানেন।

নিগ্রোধ। তবে তাই হোক। চল ভাই, এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাই।

কুণাল। কোথায় যাব?

নিগ্রোধ। যেখানে হিংসার প্রবেশ অধিকার নেই। এক বৃন্তে দুটি ফুল ফুটে থাকে, এক তড়াগে দুটি চক্রবাক খেলা করে, দুটি মৃগশিশু একখণ্ড শ্যামল মাঠে চড়ে বেড়ায়।—যেখানে শুধু প্রেম, শুধু ভালবাসা শুধু আনন্দ। চল ভাই, সে অহিংসার স্বর্গরাজ্যে; দুটি ভাই প্রাণে প্রাণে মিশে সে করুণাময় দেবতার তপস্যায়, সে প্রেমতীর্থে জীবন ভোর করে দেব।

কুণাল। তবে চল ভাই! এখানে শুধু দুঃখ,—শুধু হত্যা,—শুধু নরক।

নিগ্রোধ। এস। আমার হাত ধর।

কুণাল। [নিগ্রোধের কর গ্রহণ করিয়া] আহা! কি কোমল, কি সুখস্পর্শ তোমার হাতটি ভাই

[নিগ্রোধের কর ধারণ করিয়া চলিতে চলিতে কুণাল গাইল]

—গীত—

গগনে গরজে ঘন ঘন অশনি
বাঁশরী কেন বাজে ফুল বনে ?
উগারি অনল
টল্ মল্ টল্ মল
কাঁপিছে ধরণী
যূথিকা গরবিনী
কেন সৌরভ ঢালে পবনে ?
হোথা যে ফুঁসিছে প্রলয়
নিখিল বিশ্ব করিতে লয়
চমকি পরাণময়
স্মৃতি কেন জাগে স্বপনে ?

[প্রস্থান]

—সপ্তম দৃশ্য—

স্থান—রাধাগুপ্তের গৃহ সম্মুখস্থ অলিন্দ। কাল—প্রহরাতীত বেলা।

মন্ত্রী রাধাগুপ্ত ও দীপঙ্কর।

রাধা। তোমার একটু অসাবধানে একটা ফুটোন্মুখ কুসুমকলি অকালে শুকিয়ে গেল।

দীপঙ্কর। প্রমোদ উদ্যানের এত আনন্দের মধ্যে যে এমন একটা শোচনায় কাণ্ড হয়ে যাবে তা আমি কল্পনাও করিনি!

রাধা। অশোকের হৃদয় সম্পূর্ণ আমি অধ্যয়ন করেছি ;—উদ্দাম একটা সাগর ;—একটু তুফান উঠ্‌লেই বেলাভূমি অতিক্রম করে একটা বিরাট প্লাবন আন্‌তে চায় ; কিন্তু বুকের গোপন তলে তার, মণি মুক্তোর অপূর্ব্ব সমাহার। যাতে সে উদ্দাম হৃদয় আবেগে বেলা অতিক্রম না করে এই জন্য বার বার সাবধান করে তোমায় প্রহরা দিতে বলেছিলাম।

দীপঙ্কর। একটা সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথের মধ্য দিয়ে এত বড় যে একটা প্রলয় আস্‌বে কোন দিন ভাবিনি।

রাধা। যাক্। এখন তার জন্য অনুশোচনা করে কোন ফল নেই।

দীপঙ্কর। পরম কারুণিক বুদ্ধদেব বার বার নারীকে কেন বর্জ্জন করে চল্‌তে চেয়েছিলেন, তার মর্ম্মকথা এতদিনে, সম্রাটের বিলাস-উদ্যানের এই ঘটনায় বুঝতে পারলেম।

রাধা। কিন্তু নারীর স্তন্য পান করেইত মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভ। মানুষের মধ্যে দেবতাও আছেন, দানবও আছে; নারী ও পুরুষে এতে কোন প্রভেদ নেই। নারীর দানবী লালসা উদ্দাম হয়ে কুমার কুণালের পানে ছুটেছিল,—কুণাল যখন পথ হতে সরে দাঁড়াল, সে উন্মাদিনী প্রায় হয়ে তার রক্ত পানের জন্য অতিষ্ঠ আগ্রহে সম্রাট অশোককে জড়িয়ে ধর্‌ল;—অশোকের হৃদয় মধ্যেও তখন দানব মাথা তুলেছে।—

দীপঙ্কর। কিন্তু আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, এমন নির্দ্দয় ভাবে শাস্তি দেওয়ার আদেশ তিনি উচ্চারণ করতে পারেন। সম্রাটের স্নেহের পাত্র যদি সংসারে কেউ থাকে, তবে সে একমাত্র কুণাল। কুণালের চক্ষুঃ উৎপাটিত করেননি তিনি,—নিজের হৃদ্‌পিণ্ড উপ্‌ড়ে ফেলেছেন। একদিন যখন তাঁর এ ভুল ভাঙ্গবে, কি দারুণ ব্যথায় তাঁর বক্ষঃ বিদীর্ণ হতে চাইবে!

রাধা। কিন্তু যে ফুল অকালে ঝরে গেল, ক্রন্দনের অবিরল অশ্রুজলে তার মাঝে সৌরভ ও সুষমা ত আর ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌বে না। কি দীর্ঘ আশা নিয়ে আমি কুণালের পানে চেয়েছিলাম জান? তার অঙ্গে যেমন রূপ ধরে না, অন্তরও ছিল পরিপূর্ণ প্রেমের একটা অশ্রান্তবর্ষিণী গঙ্গোত্রী। সে যখন মগধের সম্রাট হত, ত্রেতাযুগের সে পুণ্যপুঞ্জময় ধর্ম্মরাজ্য ভারতে ফিরে আস্‌ত। এঁ্যা! সম্রাট না দীপঙ্কর?—

দীপঙ্কর। তাইত।

সম্রাট অশোক

[সম্রাট অশোকের প্রবেশ]

অশোক। মহাসামন্ত তাঁর মস্তকের শুভ্র কেশের স্পর্দ্ধায় যে ঔদ্ধত্য করেছেন, তা ক্ষমা করেছি।

রাধা। জানি,—এ অমার্জ্জনীয় অপরাধ সম্রাট ক্ষমা কর্‌বেন,—ক্ষমা করবার মত হৃদয় সম্রাট অশোকের আছে।

অশোক। না করে উপায় কি? চারদিকে বিদ্রোহের অগ্নি;—প্রাণপ্রিয় পুত্র বিদ্রোহী,—চিরবিশ্বস্ত সামন্ত বিদ্রোহী,—আর ঐ দিকে বিদ্রোহের রক্তচক্ষু তুলে কলিঙ্গরাজ উদ্ধত শিরে মগধ সাম্রাজ্যকে ব্যঙ্গ কচ্ছে,—ঘরে বাহিরের এত অশান্তির মধ্যে আমি যে উন্মাদ হয়ে যাইনি,—আশ্চর্য্য! এই সঙ্কটে আমি কি চাই জানেন সামন্ত?—একটা বিশ্বত্রাস হত্যা।

রাধা। সম্রাট অশোক অতি বিচক্ষণ সম্রাট বলে লোকে কীর্ত্তন করে।

অশোক। স্তোক বাক্যের কোন প্রয়োজন নেই। শুনুন মন্ত্রি,—নিজ রাজ্যে রক্তস্রোত আমি আর বহাতে চাইনা; তাই কলিঙ্গ ধ্বংসের জন্য মগধের বিপুল সৈন্যদল নিয়ে আমি আপতিত হচ্ছি; এই রাজ্যকে রেখে যাচ্ছি,—মগধের প্রবীণ মহাসামন্তের বিশ্বাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে! আশা করি তিনি অত্যাধিক ভাবোচ্ছ্বাসে দেশের রাজ-বিধানের উপর একটা বিপ্লব আন্‌বেন না।

রাধা। সম্রাটের আদেশ রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নত শিরে বহন কর্‌ব। কিন্তু সম্রাটের কাছে আমার একটা সবিনয় নিবেদন;—যে

রাজবিধান রাজ্যের মঙ্গলের জন্য রচিত হয় নি, সে বিধান সম্রাট শতবার সতর্ক কর্‌লেও মান্‌তে পার্‌ব না,সম্রাটকে সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য মন্ত্রীর প্রয়োজন,—সম্রাটের স্বেচ্ছাচারী বিধান অনুমোদন কর্‌বার জন্য নয়।

অশোক। তর্ক কর্‌বার আমার অবসর নেই,—সে মনও নেই। সৈন্যগণকে প্রস্তুত রেখেছি, এখনি আমাকে কলিঙ্গ-অভিযান চালিত কর্‌তে হবে। সম্রাটের সিংহাসন হতে নেমে, দেশের এই সঙ্কট সময়ে আমি সামন্তকে অনুরোধ কচ্ছি,—তর্ক তুলে আমার হৃদয়কে উত্তেজিত কর্‌বেন না। যে রক্তলালসা আমার বুকের মাঝে অসহ্য তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ কচ্ছে, আমি চাই কলিঙ্গের রক্তে সে পিপাসার শান্তি কর্‌তে ;—আমাকে উত্তেজিত করে মগধের রক্তপানের জন্য তাকে টেনে আন্‌বেন না।

রাধা। সম্রাটের কলিঙ্গ-অভিযান জয়যুক্ত হোক।

[নেপথ্যে রণবাদ্যের সঙ্গে সৈন্যগণ গাইয়া উঠিল]

অশোক। রণতূর্য্য ধ্বনিত হচ্ছে। আমি যাই। সাবধান সামন্ত ! এইখানে কি ষড়যন্ত্র কচ্ছ দীপঙ্কর ? যাবে ত আমার সঙ্গে এস।

[অশোক ও দীপঙ্করের প্রস্থান

[রণবাদ্য বাজাইয়া গাইতে গাইতে সৈন্যগণ চলিয়া গেল]

গম্ভীর নিস্বনে বাজে বিষাণ,

মুক্ত করে রক্ত লেলিহান

ক্ষুদিত কৃপাণ,

চল্, চল্, সবে হই আগুয়ান।

মোরা বক্ষে বেঁধেছি দুর্জ্জয় সাহস

লক্ষ্য মোদের অরাতি প্রাণ।

রাধা। জয়—জয় সম্রাট অশোকের জয়।

[নেপথ্যে সৈন্যগণ—

জয়—জয় সম্রাট অশোকের জয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

স্থান—কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্র। কাল—সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণ।

সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। শবাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। আহতের আর্ত্তনাদ ও মুমূর্ষুর বিকট বিলাপ রণভূমির গভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে উত্থিত হইতেছে। দুইজন রক্তাক্ত আহত সৈনিক পরস্পরকে জড়াইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একজন কলিঙ্গের, অপর জন মগধের। কলিঙ্গ সৈনিকটি উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আবার লুটাইয়া পড়িল। পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—

কলিঃ সৈনিক। জল—জল—পিপাসা—পিপাসা—দারুণ পিপাসা—প্রাণ যায়—উঃ!

মগঃ সৈনিক। জল আমার কটিবন্ধের পাত্রে আছে,—যদি খুলে নিতে পার, পান কর, আমার দুটি হাত ছিন্ন ভিন্ন, তৃষ্ণায় আমারও প্রাণ ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু পান কর্‌বার উপায় নেই।

কলিঃ সৈনিক। আছে,—আছে, জল আছে? কৈ? কৈ? উঃ!—

মগঃ সৈনিক। এই যে আমার কটিবন্ধের পাত্রে।

কলিঃ সৈনিক। [তীব্র দৃষ্টিতে মগধ সৈনিকের মুখের পানে চাহিয়া] এ্যঁ! তুমি না মগধের সৈনিক? শত্রু—শত্রু! জল দেবে না আমায় হত্যা করবে? পিপাসায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে—বেশী দেরী নেই, মরাকে মেরে কি ফল?

মগ সৈনিক। আমারও সময় কাছিয়ে এসেছে। মৃত্যুর পরে দাঁড়িয়ে, আর শত্রু মিত্র কি? আমরা যে দেশের যাত্রী এখন সে দেশে মগধ, কলিঙ্গে কোন প্রভেদ নেই। পার ত এই পাত্র হতে জল নিয়ে পান কর।

[বার বার চেষ্টার পর অতি কষ্টে উঠিয়া মগধ-সৈনিকের কটিবন্ধের পেটিকা হইতে জলপাত্র খুলিয়া লইয়া মগধ-সৈনিকের মুখের কাছে ধরিল]

মগ সৈনিক। তুমি আগে পান কর ভাই, তোমার পিপাসা প্রখর।

কলি সৈনিক। না—না। তোমার পিপাসা কি কম? উঃ! কি দারুণ যন্ত্রণা পিপাসার!

মগ সৈনিক। সময় অতি সন্নিকট আমার। পিপাসা যা ছিল ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আস্‌ছে। তুমি পান কর, যদি কিছু অবশিষ্ঠ থাকে আমায় দিও।

কলি সৈনিক। জল বেশী নেই, আমার যে উৎকট পিপাসা সবটুকু পান করলেও বোধ হয় শান্তি হবে না।

মগঃ সৈনিক। সবটুকু তোমার যদি প্রয়োজন হয় সবটুকুই পান কর। কতক্ষনই বা আছি? শেষ মুহূর্ত্ত প্রায় ঘনিয়ে এল। এতক্ষণ যখন সহ্য করেছি, বাকি সময়টুকুও সহ্য করে কাটিয়ে দেব। তুমি পান কর, তোমার পিপাসার শান্তি করতে পেরেছি বলে মর্‌বার সময় একটু সুখে মর্‌তে পার্‌ব।

কলিঃ সৈনিক। [জল পান করিয়া] আহা! আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিলে ভাই। জল এখনো যথেষ্ট আছে। এইটুকু তুমি পান কর। [মগধ সৈনিককে জল পান করাইল]

মগঃ সৈনিক। ওঃ!—কি অপার শান্তি! বৈতরণীর তীরে এসে আজ দুই শত্রুর মধ্যে এ কি সৌহার্দ্দ্য? উঃ—হুঃ! আমার বুকটা একটু চেপে ধরত।

কলিঃ সৈনিক। হাঁ ভাই! তুমিও যদি মাথা তুলতে পার্‌তে আমিও পার্‌তুম,—দুজনে, দুজনের অধর প্রান্তে পান পাত্র না তুলে মস্তকের উপর তরবার তুল্‌তেম। সব সত্য নয় কি ভাই?

মগঃ সৈনিক। কি অস্বাভাবিক এই যুদ্ধটা!—তোমায় পূর্ব্বে কখনো চোখে দেখিনি, কোন পরিচয় ছিল না, কোন শত্রুতা ছিল না,—এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রথম দেখাতেই হল দুজনের মধ্যে প্রাণ নিয়ে হানা হানি। যেন একজনকে হত্যা কর্‌তে পার্‌লেই মানব রূপে পৃথিবীতে আসাটা অন্যের সার্থক হয়! কেউ একটু চিন্তাও করে না যে দুজনের পশ্চাতে কত ব্যাকুল প্রাণ উৎকণ্ঠিত আঁখি তুলে

চেয়ে আছে। উঃ! না, আর দেরী নাই ভাই, হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়েছে, দেখ, কত রক্ত ছিট্‌কে পড়্‌ছে। ভাই!—

কলিঃ সৈনিক। আর একটু জল পান কর। [জল পাত্র মুখের কাছে ধরিল]

মগঃ সৈনিক। ওঃ! ভাই, আমার এই অঙ্গুলি হতে অঙ্গুরিয়টি খুলে নাও, যদি মগধের কোন ব্যক্তির সঙ্গে তোমার দেখা হয় তাকে এটি দিয়ে অনুরোধ করিও,—মগধের সৈনিক মণিভদ্রের কন্যাটির কাছে অঙ্গুরিয়টি তার পিতার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ যেন পাঠিয়ে দেয়। বিদায়ের ক্ষণে যখন তার ললাটে চুমা দিলেম, সে আমার হাতে এই অঙ্গুরিয়টি পরিয়ে দিয়ে বল্ল,—"বাবা, তুমি যখন যুদ্ধে যেতে থাক্‌বে আমাদের হয়ত ভুলে যাবে, তখন এ অঙ্গুরী আমাদের কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে"। ওঃ—হোঃ—হোঃ—জীবনে আর সে সুন্দর মুখের হাসি দেখব না। ওঃ—ভা—ই—ওঃ—ওঃ! [হঠাৎ চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গেল]

কলিঃ সৈনিক। এঁ্যা! এঁ্যা! নাঃ—হয়ে গেছে। এখন এই শবাকীর্ণ মৃত্যুর প্রেতভূমিতে আমিই একমাত্র জীবিত প্রাণী। কিন্তু কতক্ষণ? চোখের আলো ফিকে হয়ে আস্‌ছে,—উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই,—

[নেপথ্যে—ভীষণ কোলাহল]

কলিঃ সৈনিক। নগরের পথে পথে এখনো হত্যা চল্‌ছে বেঁচে থেকে কি কর্‌ব?—এতক্ষণে গৃহ বোধ হয় শ্মশান হয়ে গেছে। কচি

শিশুকেও কি তারা হত্যা কচ্ছে? এঁ্যা?—এঁ্যা? যদি হত্যা করে, যদি অসির ঘায়ে তার কণ্ঠ ছিন্ন করে,—যদি শেল মেরে হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করে? ওঃ—হোঃ—ভগবান!—ভগবান! সত্যই তুমি আছ ভগবান?

[নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে সম্রাট অশোক প্রবেশ করিয়া স্তব্ধ হইয়া স্থির দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যে অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা তাঁহার চোখে মুখে প্রকাশ পাইতেছে। কতক্ষণ পরে হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন],—

অশোক। সম্রাট অশোক মানুষ না পিশাচ?

[একটা মৃত শিশু বক্ষে চাপিয়া দীপঙ্করের প্রবেশ]

দীপঙ্কর। সম্রাট!—

[অশোক কোন উত্তরও দিলেন না, ফিরিয়াও চাহিলেন না]

দীপঙ্কর। কলিঙ্গের এই কচি শিশুগুলিকেও কি হত্যা কর্‌বার জন্য আদেশ দিয়েছেন সম্রাট?—এ মৃত শিশুটির পানে ফিরে দেখুন, একটা যেন দলিত কমল-কলি! কত বাধা দিলেম, কেউ আমার বাধা মান্‌লে না।

[শিশুটির পানে চাহিয়া সম্রাট শিহরিয়া উঠিলেন]

কলি: সৈনিক। এ মৃতের প্রেতলোকে কে তুমি জীবিত মানব? যদি মগধের লোক হও কাছে এস,—এই মৃত মগধ সৈনিকটি তার কন্যার জন্য একটা স্মৃতি-উপহার আমার কাছে রেখে গেছে, এইটি নিয়ে আমায় ঋণ মুক্ত কর।

দীপঙ্কর। [কলিঙ্গ সৈনিকের কাছে যাইয়া] কে? এঁ্যা! এ যে কলিঙ্গ সৈনিক। এখনো তা হলে একজন বেঁচে আছে।

কলি সৈনিক। এই নাও এই অঙ্গুরী! এঁ্যা! তোমার বুকে কে এ? [দুই হাতে শিশুটিকে টানিয়া লইয়া] বাছারে আমার? মাণিকরে আমার! ওঃ—হোঃ—হোঃ! [রক্ত বমন করিতে করিতে মৃত্যু]

দীপঙ্কর। আহা! এবার সব শেষ। স্নেহ,—ভালবাসার এই মৃত্যুহিম বুকের তলে সমাধি হয়ে গেল! সম্রাট!—

অশোক। চুপ্-চুপ্। এদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কি ঘোর দুর্য্যোগের পর এরা শান্তিতে কি নিঝুমে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছ না?

[জয়ধ্বনি তুলিয়া মগধ সৈন্যদল সহ রুদ্রদেবের প্রবেশ]

রুদ্র। সম্রাট! মৃত্যুর প্রবল ঝড় বহিয়ে দিয়ে নিঃশেষে কলিঙ্গ ধ্বংস সম্পূর্ণ করেছি।—তরুণ শিশু, বৃদ্ধ, নারী কাকেও বাদ দিই নি?

অশোক। যখন তোমার ঘাড়ে হত্যা চেপেছে, আমরা দুজনে এখানে যে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদিগকেও হত্যা কর! পিশাচ!—নরাধম! এ নিষ্ঠুর হত্যার নেশায় মেতে কি লাভ করেছ? সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য না হয় কলিঙ্গের এ ভয়াবহ শ্মশান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হল, তোমার এ মানবজন্ম ধারণ করা তাতে কি সার্থক হল? নির্ম্মম ভাবে কলিঙ্গকে ধ্বংস করে একটা জনমানবশূণ্য শ্মশান, তোমার সম্রাটের জন্য আয়ত্ত করলে,—তাঁর ঘাড়ে একটা বিরাট হত্যার পাপ তুলে দিলে। ছিঃ—ছিঃ—

রুদ্র। সম্রাটের আদেশ,—

অশোক। সম্রাটের আদেশ? ব্যস্! বিচার, বিবেক, বুদ্ধি কিছুরই প্রয়োজন নেই?—মূর্খ! এত বড় হত্যাটা চোখ মেলে চালাতে পার্‌লে, চোখ মেলে একটু দেখ্‌লে না যে তোমার সম্রাট উন্মাদ হয়েছে,—তার ভিতরের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ লেহন করে একটা বিরাট পিশাচ রক্তপানের জন্য হা করে দাঁড়িয়েছিল?—ছুঁড়ে ফেলে দাও হাতের তরবার,—যাও, যাও,—কোন তীর্থজলে হাত দুটি ধুয়ে এ পাপ হতে পরিত্রাণ পাও কিনা দেখ। [রুদ্রদেবের হস্তের তরবার কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন]

রুদ্র। [তরবার কুড়াইয়া লইয়া] সম্রাট!—

অশোক। দীপঙ্কর, পালাও,—পালাও, মগধের সেনাপতি তোমাকে হত্যা কর্‌বে,—আমাকে হত্যা কর্‌বে,—দেখ্‌ছ না? ওর চোখ দুটি হিংসার কি তীব্র অনল ছিটিয়ে দিচ্ছে? পালাও,—পালাও! ওর ঘাড়ে হত্যা চেপেছে।

[দীপঙ্করের হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান]

[রুদ্রদেব ও সৈন্যগণ স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

স্থান—বনপথ। কাল—প্রভাত।

কুণালের হাত ধরিয়া নিগ্রোধ পথ চলিতেছে।

কুণাল। শেফালির গন্ধ ভেসে আস্‌ছে না?

নিগ্রোধ। হাঁ ভাই। আমাদের পথের দুপার্শ্বে অজস্র শেফালি ঝরে পড়্‌ছে।

কুণাল। এই শেফালির মত আমারও জীবন আরম্ভ হয়েছিল, এম্‌নি এক শরতের চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে। প্রভাতের আলো ফুট্‌বার সঙ্গে, সঙ্গে শেফালিও ঝরে পড়্‌ছে, আমিও ঝরে পড়েছি। উভয়ের জীবনপ্রভাতে শুধু ঝরার ব্যথা।

নিগ্রোধ। তা হোক। শেফালির ঝরার পর যেমন তার পুনরাগমনের জন্য শত সৌন্দর্য্যপ্রিয় প্রাণ আকুল নয়ান তুলে ভাবী শরতের শ্যাম সমারোহের জন্য চেয়ে থাকে, আমার এই সুন্দর ভাইটির জন্যও সহস্র ব্যথিত প্রাণ উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে আছে। ঊষা ক্ষণিকের বলে তার এত উপাসনা,—দীর্ঘ দিবসের পানে কে ফিরে চায় ভাই?

কুণাল। ঊষার সম্মুখে রয়েছে সূর্য্যকরোজ্জ্বল একটা দীর্ঘ

দিবসের আশা,—ক্ষুদ্র শেফালিটির সম্মুখে কি আশা আছে ভাই ?—কেন সে এত সৌরভ, এত সৌন্দর্য্য নিয়ে ধরণীতে এসেছিল ?

নিগ্রোধ। সে কি ভাই ?—কালবৈশাখী আস্‌বে বলে কি ক্ষুদ্র বনবল্লরীটি বসন্তের পুষ্পসজ্জা কর্‌বে না ?

কুণাল। কেন করবে ভাই ?—বৃহতের চরণ তলে দলিত হওয়ার জন্য ? ক্ষুদ্রের অস্তিত্ব না থাকলে বৃহতের জীবনযাত্রার কোন অসুবিধা আছে বলে ত মনে হয় না।

নিগ্রোধ। কিন্তু ভাই, এ বিশ্বের পানে যখন ফিরে চাই, তখন ক্ষুদ্রকে ত উপেক্ষা কর্‌তে পারি না।—

"ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে
চির উষা জেগে আছে,
ক্ষুদ্র মুকুতার গায়
সাগর মাধুরী।
ক্ষুদ্র নীহারিকা কোলে
শত শত ধরা দোলে
ক্ষুদ্র পরমাণু স্তরে
ব্রহ্মার চাতুরী।"

[উপগুপ্তের প্রবেশ]

উপ। বৎস নিগ্রোধ ! তোমরা এখানে ? আমি তোমাদিগকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নিগ্রোধ। কি আদেশ প্রভু ?

উপ। মগধে ফিরে যাও। একটা মহৎ প্রাণ অহিংসার মন্ত্র গ্রহণ করবার জন্ম উন্মাদ হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে,—তাকে পরমবুদ্ধের পদচ্ছায়া তলে নিয়ে এস।

নিগ্রোধ। আমার এই অন্ধ ভাইটিকে কি আপনার কাছে রেখে যাব ?

উপ। না। কুণালকেও সঙ্গে নাও। কুণাল দেবে তাঁর বুকে স্নেহের স্নিগ্ধ স্পর্শ, তুমি ঢাল্‌বে মস্তকে তাঁর ভগবান তথাগতের অপার করুণার মঙ্গল ধারা।

নিগ্রোধ। আর্য্য ! আমরা দুটি ক্ষুদ্র বালক, পার্‌ব কি সে শক্তিমান পুরুষকে টেনে আনতে ? এই কার্য্যে গুরুদেবের আশীর্ব্বাদভরা করযুগলের প্রয়োজন হবে মনে হয়।

উপ। এখনো তাঁর প্রায়শ্চিত্তের বাকি আছে। প্রায়শ্চিত্তের দিনে তোমরা দুটি ভাইয়ের তাঁর কাছে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। যদি তোমাদের কচি বাহুর বন্ধনে তাঁকে টেনে আন্‌তে পার,—বৌদ্ধ-ধর্ম্মের একটা নবযুগ আরম্ভ হবে,—রক্তস্নাতা এ বসুন্ধরার বুকে আবার নবশ্যাম প্রকৃতি প্রীতির পুষ্পসম্ভার নিয়ে দিকে দিকে ফুটে উঠ্‌বে ?—আবার শ্মশানের প্রেতভূমির পার্শ্বে প্রেমের নবীন স্বর্গ রচিত হবে ?

নিগ্রোধ। কবে আমাদের যেতে হবে ?

উপ। দেরী কর না।—তৃষ্ণার্ত্তকে পিপাসার সময়েই জল পান করাতে হয়। তৃষ্ণা কেটে গেলে, সে প্রাণের জালায় নিজের রক্ত

লেহন করে। যাও,—তুষারাঘাতে বিগলিতপল্লব কৃষ্ণচূড়ার শাখায়, শাখায় যেমন বসন্ত-সমীর সুপ্ত মুকুল দল জাগিয়ে তুলে পুষ্পোৎসব আরম্ভ করে, তোমরা দুটি ভাই তোমাদের নির্ম্মল, শুভ্র প্রাণের মলয়স্পর্শ দিয়ে সম্রাট অশোকের উদার প্রাণের ঘুমন্ত মাধুরীকে জাগিয়ে তাঁকে পরম সুন্দর করে তোল।

নিগ্রোধ। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদের সান্নিধ্য হতে দূরে সরে গেলে, আমরা শক্তি হারা হয়ে যাব মনে হয়।

উপ। তবে তোমরা অগ্রসর হও। আমিও পশ্চাতে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

নিগ্রোধ। এস ভাই, আমরা যাত্রা আরম্ভ করি।

কুণাল। গুরুদেবের আদেশ লঙ্ঘন কর্‌বার উপায় নেই। কিন্তু তোমার জন্য আশঙ্কায় আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে। আমি সব জানি।—মন্ত্রি রাধাগুপ্ত কি কৌশলে পিতার হিংস্র দৃষ্টির সম্মুখ হতে তোমায় সরিয়ে নিয়েছিলেন, আমার কিছুই অজ্ঞাত নেই।

নিগ্রোধ। আমরা যাচ্ছি ভাই, হিংসার বুকে প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য, ভয় কর্‌লেত চল্‌বেনা। গুরুর আশীর্ব্বাদ নিয়ে চল অগ্রসর হই।—রাজা বিম্বিসারের পশুযজ্ঞের প্রবল অগ্নি যিনি প্রেমের অশ্রুজলে নির্ব্বাপিত করেছিলেন তিনি আমাদের এ যাত্রা শুভ কর্‌বেন।

কুণাল। তবে চল। ভগবান তথাগত তোমায় রক্ষা করুন।

[গাইতে গাইতে উভয়ে চলিতে লাগিল]

—গীত—

নৃত্য চপল
নির্ঝর জল
পাষাণ কেটে চলে।
কোথায় সিন্ধু ?
কোথায় ইন্দু ?
কি প্রেমে এ বারিবিন্দু যায় গো গলে ?

নিগ্রোধ। থাম্‌লে কেন ভাই ? আমাদের সঙ্গে, সঙ্গে ঐ নির্ঝর কুলু কুলু কলরবে বয়ে যাচ্ছে, চল না ভাই, আমরাও তার সঙ্গীতের সঙ্গে সুর মিশিয়ে অগ্রসর হই ?

কুণাল। নির্ঝর ছুটেছে তার ক্ষুদ্র প্রাণে বিপুল আশা নিয়ে অনন্ত-সাগরের মহামিলনের মেলায়,—তাই তার এ আনন্দসঙ্গীত। আমার ত ভাই জীবনের শেষ গান হয়ে গেছে অবসান।—

নিগ্রোধ। কেন ভাই ? গুরুর আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুমি যে তীর্থপথে যাত্রা আরম্ভ করেছ, তার সম্মুখেও ত জীবকল্যানের অনন্ত মহাসাগর তোমার সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। তুমি যে সংসারের পানে বার বার ফিরে চাইছ, তেমন এক সংসারের স্নেহ, মমতার সমস্ত আগল সবলে ভেঙ্গে চুরে, তোমারই মত রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ না ঐ সাগরের অনন্ত বিস্তারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ?

কুণাল। সিদ্ধার্থ আর আমি? দেবতা ও মানবে কেন তুলনা কচ্ছ ভাই?

নিগ্রোধ। সিদ্ধার্থকে মানব বলেই তপস্যা কর,—দেবতার ঊর্দ্ধে হোক মানবের স্থান।—সমাজ,ধর্ম্ম ও আচারের বিদ্রোহী ঐ মহাপ্রাণ বালককে অমানুষিক দেবতা করে, যে মানব কুলে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে সে মানবের অপমান কর না। তিনি আমাদিগকে দেখিয়েছেন,—মানব দেবতা হতে পারে, মানব এ মর্ত্ত্যভূমিতে স্বর্গ রচনা কর্‌তে পারে। এস ভাই, প্রেম ও করুণার মূর্ত্তাবতার সে শুদ্ধ নর-নারায়ণ বুদ্ধদেবের বন্দনা করে আমরা অগ্রসর হই। [উভয়ের প্রস্থান।

—তৃতীয় দৃশ্য—

স্থান—সম্রাট অশোকের রচিত নরকপুরী। কাল—রাত্রি না দিন কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও প্রচুর ধূমে সারা স্থানটি অচ্ছন্ন। বিকটদর্শন নরকপুরীর দূতগণ জ্বলন্ত মশাল ও শূল হস্তে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর্ত্তের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে সে ভয়াবহ স্থানটিকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেছে। সম্রাট অশোক নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় নরকের দ্বার সবলে ঠেলিয়া প্রবেশ করিলেন। এই বীভৎস দৃশ্যের পানে চাহিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তার পর হস্তদ্বারা নাক, মুখ ঢাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—

অশোক। উঃ! কি উৎকট গন্ধ!

[নরকের অধ্যক্ষ অভিবাদন করিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

অশোক। [অধ্যক্ষকে দেখিয়া শিহরি উঠিয়া বলিলেন] তুমি মানুষ না প্রেত?

নঃ অধ্যক্ষ। সম্রাট! আপনার দাসানুদাস। এ নরকের অধ্যক্ষ।

অশোক। বেঁচে আছ কেমন করে? শ্বাস টান্‌তে পাচ্ছ? উঃ! কি অসহ্য গরম! তোমার অঙ্গে একটা ফোস্কা পড়েনি? চোখ দুটি জ্বলে, পুড়ে গলে যায়নি?—আশ্চর্য্য!

নঃ অধ্যক্ষ। সম্রাটের আদেশ পেয়ে সব সহ্য করে নিয়েছি।

অশোক। তা দেখতে পাচ্ছি,—হৃদয়কে যেমন একটা লৌহপিণ্ডে পরিণত করেছ,—দেহটিকেও করেছ লৌহের মত কঠোর! এত

আর্ত্তনাদে গল্‌ছে না, এত উত্তাপে ঝল্‌সে যায় না। উঃ! উৎকট ধোঁয়ায় বাতাসের নিশ্বাস আট্‌কে যাচ্ছে; কিন্তু এরা সচ্ছন্দে নিশ্বাস টান্‌ছে। আজ যদি স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা এখানে নেমে আস্‌তেন, সম্রাট অশোকের এই অপূর্ব্ব রচনা দেখে নিশ্চয় স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। দগ্ধ বসা, মাংসের কি তুরিত গন্ধ! এখানে কি বায়ু প্রবেশ করে না? এর উপরে আকাশ নেই?—পূর্ণিমার আলো, সূর্য্যের প্রখর কিরণ-মালা সারা বিশ্বকে আলোকিত করে এখানে এক টুকরা রশ্মি প্রবেশ করাবার পথ পায়না? বাঃ! বাঃ! চমৎকার! অশোক! হৃদয়কে কি নরক করে তুমি এ নরক রচনা করেছ? ধূমে, ধূমে চোখ তুটি অন্ধ হয়ে গেল, পালাবার পথ দেখ্‌ছি না,—কোন পথে পালাব?—

নঃ অধ্যক্ষ। এখানে এলে ত সম্রাট! আর ফিরে যাওয়ার বিধান নেই।

অশোক। কে এ বিধান রচনা করেছে?

নঃ অধ্যক্ষ। ভারতের মহামান্য সম্রাট অশোক। তিনিই এ নরক রচনা করেছেন, এ বিধানও তাঁর রচনা।

অশোক। তখন অশোক মানুষ ছিল না। তার বীভৎস হৃদয়-নরক হতে জন্ম নিয়েছিল এক বিকটদর্শন রক্ত লোলুপ রাক্ষস। এ নরক তারই রচনা, এ বিধান তারই রচিত।

নঃ অধ্যক্ষ। সে কথা ভাব্‌বার ত আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমরা সম্রাটের আদেশ পেয়েছি; অক্ষরে, অক্ষরে তা প্রতিপালন করব।

অশোক। তোমাদের সম্রাটের অন্তরের সে রাক্ষস অত্যাধিক রক্ত পানে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, সম্রাটের মনুষ্যত্ব এখন সবলে মাথা তুলে বল্‌ছে,—এ নরক ভেঙ্গে দাও,—ভেঙ্গে দাও।

নঃ অধ্যক্ষ। কিন্তু সে কথায় আমরা সাড়া দিতে পারি না সম্রাট!—সম্রাটের মনের অবস্থা পলে পলে পরিবর্ত্তন হতে পারে;—তাঁর বিধান অপরিবর্ত্তনীয়।

অশোক। আচ্ছা বেশ। আমি এখন যাই; আবার নূতন বিধান রচনা করে এ নরকের প্রাচীর ভেঙ্গে, এখানে মানবের জন্য একটা নবীন স্বর্গ রচনা কর্‌ব।

নঃ অধ্যক্ষ। কিন্তু সম্রাটকে ত আমরা যেতে দেব না।

অশোক। এর অর্থ?

নঃ অধ্যক্ষ। সমাট! এর অর্থ এই যে,—সম্রাট বিধান রচনা করেছেন,—যে কেহ নরকে আস্‌বে, সে পুনঃ নরলোকে ফিরে যেতে পার্‌বেনা। সম্রাটের এ বিধানে সম্রাটকে ত বাদ দেওয়া হয়নি।

অশোক। এঁ্যা! আমাকেও এ নরকের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্‌তে চাও?

নঃ অধ্যক্ষ। কি কর্‌ব? আমরা সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচর, তাঁর বিধান কেমন করে ভাঙ্গব?

অশোক। বেশ। তা'হলে তোমরাও এ বিধানের অধীন?

নঃ অধ্যক্ষ। সম্রাটের নিয়োগে আমরা নরকে রাজত্ব কর্‌ছি।

অশোক। সম্রাটের আদেশে এখন তোমরা পদচ্যুত হলে

নঃ অধ্যক্ষ। তবে আমরা বিদায় হই সম্রাট!

অশোক। তা কি করে হবে?—সম্রাটের বিশ্বস্ত অনুচর তোমরা, তোমরাই সম্রাটের বিধান ভাঙ্গবে?—ফিরে যেতে কখনো পারবেনা।

নঃ অধ্যক্ষ। এঁ্যা! সে কি সম্রাট?

অশোক। নিশ্চয়। তোমরা সম্রাটের পরম বিশ্বাসী অনুচর বলে বার বার নিজের গরিমা কীর্ত্তন করেছ, সে বিশ্বাস ভঙ্গ হওয়ার ভয়ে তোমাদের সম্রাটকে নরকের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়ে মার্‌তে চেয়েছ, এখন নিজের জীবনের জন্য কি তোমরা অবিশ্বাসী হবে?

নঃ অধ্যক্ষ। ক্ষমা করুন সম্রাট!

অশোক। সম্রাট ক্ষমা করতে পারেন;—কিন্তু তাঁর বিধানত ক্ষমা করবে না।

[নরকের অধ্যক্ষ সম্রাটের চরণ তলে লুটাইয়া লুটাইয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল]

অশোক। আমার কাছে ক্ষমা চাইলে কি হবে? দীর্ঘদিন এ নরকে রাজত্ব করে যা দিগকে অমানুষিক অত্যাচারে পীড়ন করেছ, তারা ক্ষমা তোমায় করবে কি?

নঃ অধ্যক্ষ। সম্রাটের আদেশ পালন করেছি।

অশোক। সম্রাটের ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে অব্যহতি পাবে মনে করেছ? সম্রাটের বিচারে কাকেও হয়ত কারারুদ্ধ করেছে, কাকেও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে,—কিন্তু কারারুদ্ধ ব্যক্তির উপর

অমানুষিক অত্যাচার করা তোমার সম্রাটের আদেশের কোন অধ্যায়ে ছিল কি? তা দিগকে অনাহারে রেখে,—কদর্য্য অন্ন দিয়ে তিল তিল করে তুমি মেরেছ;—যন্ত্রনায় যখন তারা আর্ত্তনাদ কর্‌তে, তাদের জিহ্বা কর্ত্তন করে তাদের বাক্‌রোধ করেছ,—দু'হাত বাড়িয়ে তোমার চরণ জড়িয়ে ধরবার জন্য তারা ছুটে এসেছে, তুমি শাণিত কৃপাণ দিয়ে তাদের দুটি চরণ ছেদন করে তা'দিগকে পঙ্গু করে হত্যা করেছ।

নঃ অধ্যক্ষ। রক্ষা করুন সম্রাট! রক্ষা করুন! আমাদের যেতে দিন।—

অশোক। কোথায় যাবে? তোমাদের ধমনি, স্নায়ুতে যে উষ্ণ রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুট্‌ছে, বাহিরের শীতল বায়ু হঠাৎ লাগ্‌লে তা জমাট হয়ে যাবে। এতদিন নরকে রাজত্ব করেছ, নরকেই জীবনের অবসান কর।

নঃ অধ্যক্ষ। সম্রাট! সম্রাট! দয়া করুন, দয়া করুন!

অশোক। পার্‌বে কি তাঁকে স্মরণ কর্ত্তে যিনি জীবে দয়া করেন? উপরে যে একখণ্ড আকাশ আছে, তা ত দীর্ঘ দিন নরকের ঐ ধূম্রময় আবরণ ভেদ করে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি,—যদি উপর পানে চাইতে পার,তবে জোড়করে ঐ ঊর্দ্ধপানে চেয়ে উদ্ধার কর্ত্তাকে ডাক। হয়ত তিনি তোমাদের প্রায়শ্চিত্তের অবসর দিতে পারেন। অশোক-সাম্রাজ্যের এই বীভৎস বিভীষিকার প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে বন্দীগণকে মুক্ত কর।

নঃ অধ্যক্ষ। যে আজ্ঞে সম্রাট! যে আজ্ঞে।

[নরকের অধ্যক্ষ ও দূতগণ যখন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল বন্দীগণ উচ্চ জয়ধ্বনি তুলিয়া সম্রাটকে সম্বর্দ্ধনা করিল]

অশোক। জয়ধ্বনির কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা গৃহে ফিরে যেয়ে অশোকের পাপের ভার একটু লঘু কর।

[দ্রুত প্রস্থান।

—চতুর্থ দৃশ্য—

স্থান—নগরোপকণ্ঠস্থ পথ। কাল—সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণ

রাধাগুপ্ত ও দীপঙ্কর

রাধা। সারাদিন তোমার অপেক্ষায় আমি এ পথে বসে আছি দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর। মহা চিন্তার কথা সামন্ত!

রাধা। কি অবস্থা এখন?

দীপঙ্কর। বিন্ধ্যাচলের এক অপরিচ্ছন্ন গুহায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন; নয়ন দুটি নিষ্প্রভ,—ম্লান;—পলকও বুঝি স্তম্ভিত। সে বলিষ্ঠ দেহ আজ কয়টি দিনেব মধ্যেই সম্পূর্ণ জীর্ণ শীর্ণ,—তার উপর পবন চালিত ধূলি জমাট হয়ে আছে,—শ্রবণেন্দ্রিয় সচেতন আছে কিনা বুঝ্‌তে পার্‌লেম না;—বার বার ডাক্‌লেম,—কোন উত্তর নেই।

রাধা। সত্যই বড় চিন্তার বিষয়।—বহুদিনের সঞ্চিত পাপের তীব্র অনুশোচনা আজ তাঁর সমস্ত দেহ, মনকে চেপে ধরেছে,—তাই সমস্ত ইন্দ্রিয় অসাড়। যদি অঝোরে কাঁদ্‌তে পার্‌তেন, বুঝি অশ্রুজলে এ গ্লানি ধুয়ে যেত। এ স্তব্ধ ভাব,—বড় শঙ্কার বিষয়। তুমি যাও, তাঁর কাছে কাছে সর্ব্বক্ষণ থেকো; তোমার প্রেমময় হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে তাঁর উত্তপ্ত হৃদয়টাকে একটুকু জুড়াতে পার কিনা দেখ।

দীপঙ্কর। এ সময় যদি কুণাল কাছে থাকত!—

রাধা। না, না। তা'হলে ফল আরো বিপরিত হবে। অতীত কর্য্যের যে তীব্র অনুতাপ তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কুণালের রিক্তসৌন্দর্য্য দেহখানি সম্মুখে দেখ্‌লে তা আরো নিদারুণ হয়ে উঠ্‌বে।—প্রাণের মধ্যে হঠাৎ আঘাত পেয়ে হয়ত একেবারে উন্মাদ হয়ে যাবেন। তাঁর কাছে রাখ্‌ব বলে সম্রাটের অপর পুত্র কন্যাকে তক্ষশিলা হতে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

দীপঙ্কর। সম্রাটের পুত্র কন্যা?—

রাধা। হাঁ দীপঙ্কর! তুমি বোধ হয় সম্রাট্ অশোকের দুঃখময় অতীত জীবনের ইতিহাস কিছুই জাননা।—শৈশব হতেই অশোক পিতৃস্নেহে বঞ্চিত;—তখন সবে মাত্র তাঁর দেহে কৈশোরের কমনীয়তা ফুটে উঠ্‌ছে,—দুষ্টব্রণ তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ফেলে। ব্যাধিগ্রস্থ পুত্রের কুৎসিৎ দেহ দেখে রাজা বিন্দুসার তাকে পরিত্যাগ কর্‌লেন।

দীপঙ্কর। সম্রাটের মুখে তাঁর এ দুঃখের কাহিনী শুনেছি।

রাধা। কিন্তু বোধ হয় শোননি যে, কি করে এই ভাগ্যান্বেষী দুর্ধর্ষ তরুণ বালক সুদূর তক্ষশিলায় আত্মপ্রতিষ্ঠা কর্‌ল ?—

দীপঙ্কর। তাও শুনেছি ;—তিনি তাঁর অপূর্ব্ব তেজস্বিতায় তক্ষশিলার রাজাকে পরাজিত করে তাঁর কন্যার পাণি গ্রহণ করেন।

রাধা। সে কন্যার গর্ভে তাঁর দুটি সন্তানের জন্ম হয়। পঞ্চনদের শ্যাম অরণ্য মধ্যে অনাঘ্রাত দুটি বনফুলের মত এ দুটি ভাই, বোন ফুটে উঠেছে। এত দীর্ঘকালের মধ্যে সম্রাট তাঁর রক্তফেনিল সাম্রাজ্যের সান্নিধ্যে তাদেরে কখনো ডেকে আনেন নি।

দীপঙ্কর। এর কারণ কি ?—অনার্য্য রক্ত বলে কি তাদেরে পরিত্যাগ করেছেন ?

রাধা। রক্তের আভিজাত্যকে সম্রাট অশোক যে মর্য্যাদা দেন তা মনে হয় না। বোধ হয় তাদের জীবনকে পবিত্র রাখবার জন্যই এ স্বার্থপর সংসার হতে তিনি তাদেরে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাদের যদি এ নিত্য সংগ্রামের রঙ্গভূমিতে টেনে আন্‌তেন, তাদেরও পরিণাম হয়ত কুণালের মত একটা ব্যথাবহ বদ্ধ বাতাসের মধ্যে সমাপ্ত হয়ে যেত।

দীপঙ্কর। কুণালের এ দুর্গতি স্মরণ হলে সম্রাটের উপর সত্যই মন তিক্ত হয়ে উঠে।

রাধা। পিতার স্নেহের স্পর্শ না পেয়ে সম্রাট অশোকের মন যৌবনের সন্ধিক্ষণ হতে নিতান্ত উত্ত্যক্ত হয়ে উঠে।—তার জন্য তিনি মহৎ হৃদয় নিয়েও মহৎ হতে পার্‌লেন না। আমি একটা বড় আশা

নিয়ে তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু আমার শক্তি হল না সে উদ্দাম হৃদয়কে টেনে রাখতে।

দীপঙ্কর। মহারাজ বিন্দুসার সম্রাটকে স্নেহ না করতে পারেন; কিন্তু তিনি পিতার কর্ত্তব্য কখনো ভুলেন নি।—তাঁর এ অনাদৃত পুত্রকে তিনি কাণ্যকুব্জের উপরাজ করে সম্বর্দ্ধিত করেন!

রাধা। এ বৃদ্ধ মন্ত্রীর কিছুই অজ্ঞাত নেই দীপঙ্কর! মহারাজ বিন্দুসার তাঁকে কাণ্যকুব্জের উপরাজ করে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন— যেন মগধের সিংহাসনের দিকে প্রিয়পুত্র সুসীমকে অতিক্রম করে সহসা তিনি হস্ত প্রসারিত করতে না পারেন।

[রুদ্র দেবের প্রবেশ]

রুদ্র। সম্রাটের প্রতি মন্ত্রী মহাশয়ের ঔদ্ধত্যের কথা শুনে আমিও ত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেম; আজ আমার সে ভুল ভেঙ্গেছে। কলিঙ্গ জয় করে যখন সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি তুল্‌লেম তখন সম্রাট আমায় কি পুরস্কার দিয়াছেন জানেন মন্ত্রি? দীপঙ্করের কাছে বোধ হয় সব শুনেছেন?

রাধা। শুনেছি। সম্রাটের মনের উপর দিয়ে একটা প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছে, অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলে তাকে আরো আলোড়িত করবার প্রয়োজন নেই সেনাপতি!

রুদ্র। আজীবন সম্রাটের সেবায় যে বুক পেতে দিয়েছে তার সে বুকে যদি সম্রাটের হস্ত হতে শেলাঘাত পড়ে,— ব্যথায় সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চেঁচিয়ে উঠ্‌বে না?

রাধা। সম্রাটের মনের অস্থিরতার সুবিধা নিয়ে সেনাপতি কি একটা বিদ্রোহ তুল্‌তে চাও?

রুদ্র। মন্ত্রী রাধাগুপ্ত না একদিন সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুল্‌বার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছিলেন? বৃদ্ধ মন্ত্রীর এই ভবিষ্যৎ দৃষ্টি তখন আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি, তাই তাতে বাধা দেওয়ার জন্য আমিও অসি পিধানমুক্ত করেছিলাম। তার জন্য আমি আজ অনুতপ্ত। কুমার সুসীমের পুত্রকে মন্ত্রী যদি এখনো এ ভারতের সিংহাসনে বসাতে চান, আমি মুক্ত তরবারি নিয়ে মন্ত্রীর পার্শ্বে এসে দাঁড়াব।

রাধা। বৃদ্ধ মন্ত্রীর মস্তকের শুভ্র কেশগুলির পানে একবার চেয়ে দেখ সেনাপতি! মগধ সিংহাসনের পার্শ্বে বসে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে করতে এ কেশগুলি শুভ্র করেছি। মন্ত্রীকে এমন নির্ব্বোধ মনে কচ্ছ কেন?

রুদ্র। কুমার সুসীমের পুত্রের এ মগধ-সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারের কথা এ শুভ্রকেশ বৃদ্ধ মন্ত্রীর মুখেই প্রকাশ্যে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল।

রাধা। তা হয়েছিল। তোমাদের মত রক্তলোলুপ কতকগুলি নির্ব্বোধ ব্যক্তিকে বাধা দেওয়ার জন্য। মন্ত্রী যখন সুসীমের পুত্রের কথা উল্লেখ করে তখন মন্ত্রী নিশ্চয় জানত যে সাম্রাজ্য অধিকার ত্যাগ করবার জন্যই সে পুত্র অতি শৈশবে "অর্হৎ" গ্রহণ করেছে।—সে বৌদ্ধক্ষপণক এখন ক্ষুদ্র মগধ সাম্রাজ্যের পরিবর্ত্তে, এ বিশ্বব্যাপী বিশাল এক প্রেমরাজ্যের অধিকারী।

দীপঙ্কর। চুপ্ করে আর থাক্‌তে পার্‌লেম্ না।—সেনাপতি আজ মন্ত্রীকে বিদ্রোহী বলে একটু ব্যঙ্গ করে বিদ্রোহের প্ররোচনা দিতে এসেছেন; কিন্তু সম্রাট অশোক মন্ত্রীর এ বিদ্রোহের কথা সম্পূর্ণ জেনেও তাঁর হাতে রাজ্যভার দিয়ে যেতে একটুও দ্বিধা করেন নি।

রুদ্র। আপদ কালে লোকে পাত্রাপাত্র বিচার করে না।

দীপঙ্কর। তা নয় সেনাপতি! সম্রাট অশোক দিব্য চক্ষুষ্মান, তাই তিনি মন্ত্রীর উপর রাজ্য দিয়ে যেতে একটুও এদিক ওদিকে ফিরে দেখার আবশ্যকতা আছে বলে মনে করেন নি।

রাধা। একটা ক্ষণিকের উত্তেজনায় অস্থির হয়োনা সেনাপতি! এতদিন রাজ্যের মঙ্গল, রাজার কল্যাণ প্রাণপণে করে এসেছ,—তোমার বাহুবলের উপরেই এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার। নিজের হাতে গড়া জিনিস একটা বিপ্লব এনে ধ্বংস কর না। সম্রাট অশোকের এতদিন তোমরা শুধু আদেশ মেনে এসেছ, তাঁর হৃদয়ের পরিচয় নাও নি। বিবেক তাঁর বড়ই বলবান্; তিনি যখন উন্মাদের মত অজ্ঞান অবস্থায় সংগ্রামের রক্তস্রোতে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বিবেক তাঁর হৃদয়ে তখন মুহুর্মুহু আঘাত করেছে, সে আঘাতে আজ তাঁর চেতনা ফিরে এসেছে, তাই তাঁর নিষ্ঠুর কার্য্যের যারা সহায় তাদের উপর তাঁর এ বিরক্তি। আজ অশোকের মনের এ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভারতের বড় শুভ দিন উপস্থিত। এস আমরা সকলে মিলে সাহায্য করে আমাদের মহাপ্রাণ সম্রাটকে মহামহিম করে তুলি।

[সকলের প্রস্থান]

—পঞ্চম দৃশ্য—

স্থান—পর্ব্বত গুহা। কাল—প্রভাত।

গুহার সম্মুখস্থ বটচ্ছায়া তলে সম্রাট অশোক আবিষ্টের মত বসিয়া আছেন। বিনিদ্র রজনীর গ্লানি তাঁহার চোখ দুইটিকে অলস করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরের দৃষ্টিতে সম্রাটের যে সজ্ঞা আছে কিছুই বুঝা যাইতেছে না। স্তব্ধ অরণ্যকে হঠাৎ মুখরিত করিয়া গাইতে গাইতে কুণাল ও নিগ্রোধ প্রবেশ করিল,—

—গীত—

সঙ্গিহারা শুকতারা
হয়ে গেছে দিশেহারা,
ডাকিয়া ডাকিয়া পাপিয়া সারা,
তোমারি কুঞ্জ কুটীরে।

কোথা তুমি ? কোথা তুমি ?
হে বাঞ্ছিত ! হে বাঞ্ছিত !
ডাকিছে লাঞ্ছিত
তিতিয়ে তিতিয়ে নয়ন নীরে।

ওগো অন্তর্য্যামি !

ওগো দয়াল দেবতা !

বলি নি কি তোমায়

নীরব ভাষায়

অন্তরের সব ব্যথা ?

লুকায়ে রহিলে কোথা ?

ওগো সুদূরের স্বপনসখা !

পাব না, পাব না, পাব না কি দেখা,

মানবের এ দুখের সাগর তীরে ?

অশোক। কে তোরা দেবশিশু, মর্ত্ত্যের এ নরকে স্বর্গের দেবতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস্ ?

কুণাল। পিতা !—

অশোক। কে ? বহুদিন বিস্মৃত আমার প্রিয়তম কুণালের কোমল কণ্ঠস্বর নিয়ে কে আমায় পিতা বলে ডাক্‌ছিস্ ?

কুণাল। আমি কুণাল বাবা !

অশোক। এঁ্যা ! কুণাল ?—কুণাল ? কৈ ? কৈ বাবা ? কাছে আয়, কাছে আয় বাবা ! বড় জ্বালা এ হৃদয়ে,—পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে ;—আয় একবার তোর সে ললিত অঙ্গের স্নিগ্ধ স্পর্শ নিয়ে আমার বুকে আয়। কিসের অভিমান ?—শৈশব হতে তোর এ হতভাগ্য পিতাও পিতৃস্নেহে বঞ্চিত,...দুহাত যুক্ত করে তার

একটা ক্ষুদ্রতম কণা কুড়োবার জন্য কতবার ছুটে এসেছিলেম,...রিক্ত হস্ত দুটি অপমানে, ঘৃণায় ভরে নিয়ে সজল চোখে নীরবে ফিরে গেছি।—পিতার স্নেহের একটা ব্যাকুল দৃষ্টি চোখ তুলে সন্তানকে চায়নি। কাছে আয় বাবা, তোর সে ভয় নেই, স্নেহের কাঙাল তোর এ হতভাগ্য পিতা, তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ নিংড়ে তোর করপুটে ঢেলে দেবার জন্য তোকে প্রাণপূর্ণ আবেগে আহ্বান কচ্ছে, কাছে আয়রে কুণাল,—প্রাণাধিক পুত্র আমার! কাছে আয়।

[নিগ্রোধ হাত ধরিয়া অন্ধ কুণালকে সম্রাট অশোকের সম্মুখে লইয়া গেল]

কুণাল। এই ত বাবা তোমার কাছে এসেছি।

অশোক। এসেছিস্? এঁ্যা! চোখ বুজে এলি কেন? তোর এ দুর্ভাগ্য পিতার মুখ দেখবি না বলে কি প্রতিজ্ঞা করেছিস্?

কুণাল। পিতা!—

অশোক। চোখ মেলে চা বাবা! তোর সে সুন্দর আঁখির স্নিগ্ধ দৃষ্টি সর্ব্বাঙ্গে আমার বুলিয়ে দে। দেখ,-দেখ, হৃদয়ের অনল প্রতি লোমকূপ দিয়ে কেমন জ্বালা নিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছে, তোর কোমল আঁখির একটা চাহনীতে সব জুড়িয়ে যাবে।

নিগ্রোধ। কুণাল যে অন্ধ।—

অশোক। অন্ধ? কেন? কেন? কোন্ নির্দ্দয় এমন পেলব পদ্মপলাশ দলিত করলে? কুণাল!—কুণাল! প্রাণাধিক আমার!—আ-হা-হা!

কুণাল। পিতা!—

নিগ্রোধ। চুপ কুণাল! এখন সে কথা থাক।

অশোক। কি কথা? কি কথা? ওঃ—হোঃ—হোঃ! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে! পুত্র!—প্রিয়তম!—প্রাণাধিক! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! হতভাগ্য পিতা আজ পুত্রের কাছে ক্ষমা চাইছে, অভিশপ্ত এ দুর্ভাগা পিতাকে ক্ষমা কর্।

কুণাল। [অশোককে জড়াইয়া ধরিয়া] এমন কথা বল না বাবা!

অশোক। এত অশান্তি যার অতীতকে বিষিয়ে তুলেছিল সে কি উন্মাদ না হয়ে থাকৃতে পারে?—তখন আমি সম্পূর্ণ পাগল; সে অবস্থায় তোর এ হতভাগ্য পিতা, তার বিষাক্ত অতীতকে ভুলবার জন্য গন্ধবহ কুসুমের কাননে, কাননে, উন্মাদিনী জ্যোৎস্নার বিপুল উচ্ছ্বাসে অস্থির প্রাণে ঘুরে বেড়াত;—এক রক্তপিয়াসিনী নারী, সৌন্দর্য্যের পুষ্পপাত্র ভরে তীব্র হলাহল নিয়ে তখন তার সম্মুখে ছুটে এসেছিল;...মুগ্ধ, আত্মহারা সে,—কোন্ অশুভক্ষণে সে নারী তার মুখে যে গরল ঢেলে দিল, কিছুই জান্তে পারেনি।

কুণাল। সে কথা আর তুলনা বাবা! আমার কোন দুঃখ নেই। আমার বহির্জগত অন্ধকার বটে কিন্তু আমার অন্তর আজ কি, আলোকিত জান পিতা? এই যে তোমার সম্মুখে প্রিয়দর্শন ভাইটি আমার দাঁড়িয়ে আছে,...আমার তমসাবৃত অন্তরে এই প্রথম দেবালয়ের দীপশিখা প্রজ্বলিত করে। তুমি আমার এই ভাইটিকে ভালবাস বাবা!

অশোক। প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে একে যে দিন প্রথম দেখেছিলেম, একে ভালবাসবার জন্য সে দিন আমার সমস্ত হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছিল।...এর মুখের পানে চেয়ে একটা সুন্দর মুখের স্মৃতি তখন আমার মনে জাগে; কিন্তু সারা দেশ সন্ধান করে একে আর আমি খুঁজে পেলাম না,...এর পশ্চাতে পশ্চাতে যত ছুটেছি তত একে সকলে মিলে দূরে সরিয়ে নিয়েছে;

কুণাল। সকলে বল্‌ত পিতা, তুমি আমার ভাইটিকে হত্যা কর্‌বার্ জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছ, সে জন্য তোমার দৃষ্টি হতে ভাইটিকে অনেকবার আমিও লুকিয়ে রেখেছিলেম।

নিগ্রোধ। কেন কুণাল, সমাধিগত অতীতকে মিছিমিছি টেনে তুলে বর্ত্তমানকে দুঃখময় করে তুল্‌ছ ভাই? গত যা গত হতে দাও।

অশোক। না বৎস, অতীত কথা উঠ্‌ল যখন তাকে আর রহস্য-যবনিকার আড়ালে আবদ্ধ রাখার আবশ্যকতা নেই। সে দিনেই তোমাকে আমি চিনেছিলেম,—তোমার সুন্দর মুখে আমার সুদর্শন ভ্রাতা সুসীমের মুখের প্রতিচ্ছবি পরিস্কার দেখ্‌তে পেয়েছিলেম। শোন, আজ একটা অতীত ইতিহাস; তোমাকে শোনাতে পার্‌লে হয়ত হৃদয়ভার আমার কিছু লঘু হয়ে যাবে।

নিগ্রোধ। মন আপনার সুস্থ নয় তাত!

অশোক। মনে ক্ষত ধরেছে সে দিন যে দিন পিতা বিন্দুসারের মৃত্যু ও ভ্রাতা সুসীমের হত্যা এক যোগসূত্রে গ্রথিত হয়। এ যোগসূত্র গ্রন্থন কর্‌বার নায়ক কে ভগবান জানেন, আমিত জানি

না। কাণ্যকুব্জের উপরাজের আসন পরিত্যাগ করে যখন মুমূর্ষু পিতার কাছে একটুকু স্নেহ প্রার্থনা কর্‌বার জন্য ছুটে এলেম তখন পিতার শেষ নিশ্বাসও থেমে গেছে,...এ অনাদৃত সন্তান দুফোঁটা চোখের জল দিয়েও পিতার জন্য তর্পণ কর্‌বার অবসর পেলামনা,... রাজ্যের সকলে মিলে সত্ত ভ্রাতৃহত্যার অপরাধ আমার ঘাড়ে তুলে দিল,...পিতার ঘৃণা শৈশব হতে বিনা প্রতিবাদে যেমন মাথায় তুলে নিয়েছিলেম, এই অপবাদও নীরবে বহন কর্‌লেম। মিথ্যা জনরবে ভীতা হয়ে আসন্ন-প্রসবা বিধবা রাজ-কুলবধূ পালিয়ে গেলেন অরণ্যের চণ্ডালপল্লীতে। সেখানেই তোমার জন্ম,—

নিগ্রোধ। সে কথা শুনেছি।

অশোক। শুনেছ বই কি।—কত পল্লবিত উপাখ্যান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে অশোকের দুশ্চরিত্রের কাহিনী তোমাকে শুনিয়েছে, সব আমি জানি;...কি ঘৃণার চক্ষে একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকার মত তোমার এ পিতৃব্যকে তুমি দেখছ, তা তুমি মুখ ফুটে না বল্লেও আমি বেশ অনুভব কর্‌তে পাচ্ছি।

নিগ্রোধ। বিস্মৃত ঘটনা কেন নবীন করে আবার তুলছেন তাত? আপনার এ স্নেহের পাত্র, ভগবান তথাগতের আশীর্ব্বাদে এ জগতে কাহারো উপর ঘৃণা পোষণ করে না।

অশোক। তুমি মহানুভব। তুমি না কর্‌তে পার, কিন্তু এ ঘটনা কি কেউ ভুলেছে মনে কর?—এক বিন্দু না। অশোকের সাম্রাজ্য-সৌধের প্রতি প্রস্তর রক্তে সিক্ত হয়ে গ্রথিত হয়েছে, তাই

ভয়ে ভয়ে দেশ অশোকের বিরুদ্ধে চুপ মেরে আছে। মিথ্যার ইন্ধনে যে অগ্নি দেশে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, তার উপর যদি অজস্র ধারে রক্তবৃষ্টি না হত অশোকের সম্রাজ্য এত দিনে পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে কোথায় যে লুপ্ত হয়ে যেত তার কিছু নির্ণয় থাকত না। কিন্তু এই ঘটনার নায়ক জনতার সঙ্গে মিশে আমায় কি গড়ে তুলেছে জান ?—পিশাচ, পিশাচ!—নরঘাতী, রক্তপিয়াসী একটা ভয়ঙ্কর পিশাচ।

নিগ্রোধ। তাত!—

অশোক। তোমাকে যদি তখন ফিরে পেতাম বৎস! বোধ হয় জগতকে দেখাতে পারতেম,--কি উদার, মহৎ হৃদয়ের অধিকারী এই নরঘাতক অশোক।

[উপগুপ্তের প্রবেশ]

উপ। সে উদার, মহৎ হৃদয় তুমি ফিরে পেয়েছ বৎস! এই জন্য সে প্রেমাবতার,—যিনি তোমার রক্ত পঙ্কিল হৃদয়কে অহিংসার তীর্থজলে ধুইয়ে শুভ্র করে তুলেছেন,—সেই দয়াল দেবতা পরম বুদ্ধকে প্রণিপাত কর।

অশোক। এঁ্যা! কে আপনি? সৌম্য!—সুন্দর! পরম বুদ্ধ কি এ অভাজনকে ধন্য করতে ধরায় নেমে এলেন?

উপ। আমি বৎস! সে পরম পুরুষের একজন নগণ্য পূজারী। মানব যেখানে পীড়িত হয়ে আর্ত্তনাদ করতে থাকে সেখানে এ শান্ত দেবতার স্যান্ত্বনা বহন করে নিয়ে যাই। কলিঙ্গের সে ভয়াবহ মৃত্যু-মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে করুণ আর্ত্তনাদ তোমার মর্ম্মমাঝে উত্থিত হয়েছিল,

সে ক্রন্দন আমার প্রাণকে ব্যাকুল করে তুলেছে, তাই ছুটে তোমার কাছে এসেছি।

অশোক। এ অভাজনের কি মুক্তি আছে প্রভু ?

উপ। অন্তর যখন শুদ্ধ হয়ে গেছে মুক্তির জন্য ভাবনা কি ? বৎস! হিংসার পরিচর্য্যা করে কোন সুখ নেই,—জীবনের কণা মাত্র সফলতাও তাতে নেই। তুমি যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শুদ্ধ অসির শক্তিতে আয়ত্ত করেছ, তাকে অসির জোরে কয়দিন রাখতে পারবে ?—যে দিন তোমার মুষ্টি একটু শিথিল হয়ে পড়বে, তোমার এ সাম্রাজ্যও সে দিন খসে যাবে। তুমি শুদ্ধ প্রেম দিয়ে এ রাজ্য জয় করতে যদি, তোমার সিংহাসন ঐ স্থাবর বিন্ধ্যাচলের মতই স্থির হয়ে থাকৃত। শক্তি বৎস! ক্ষমার মধ্যে,—অসির শাণিত ধারে তার কণা মাত্র আছে বলেত মনে হয় না।

অশোক। এ অভিশপ্ত জীবনকে অহিংসার তীর্থজলে ধুইয়ে শুদ্ধ করে দিন হে বিশ্বের কল্যাণকামী মহাভাগ!

উপ। তা হবে। শুভ আকাঙ্ক্ষা যখন প্রাণে জেগেছে তখন প্রাণ শুদ্ধ হওয়ার কোন বাধা নেই। একটা পুণ্যক্ষেত্র বেছে নিয়ে তোমায় আহ্বান করব বৎস! তুমি কয়টা দিন প্রেমাবতার সে পরম পুরুষকে একাগ্র মনে ধ্যান কর, তাঁর করুণা তোমার মস্তকে অবশ্য নেমে আসবে। কুণাল, তুমি তোমার পিতার সান্নিধ্যে অহরহঃ থেকে সর্ব্বত্যাগী অহিংসার সন্ন্যাসী সে পরম সাধকের নাম কীর্ত্তন কর। নিগ্রোধ, তুমিও থাক। তোমার অপাপবিদ্ধ নির্ম্মল

হৃদয়ের পূত প্রবাহে,তোমার পিতৃব্যের প্রাণের সান্নিধ্যে যদি কোনও আবর্জ্জনা জমাট বাঁধতে থাকে তাকে ধুইয়ে ভাসিয়ে দিও। আমি যাই, সময় হলে অহ্বান করব।

[প্রস্থান]

অশোক। অদূরে একটা জয়ধ্বনি উঠল না?

কুণাল। হাঁ বাবা! বোধহয় মগধের সৈন্য, সামন্তেরা তাহাদের সম্রাটকে খুঁজতে আস্‌ছে।

[সৈন্যগণ সহ চণ্ড ও রুদ্রদেবের প্রবেশ]

উভয়ে। জয়,—সম্রাট অশোকের জয়!

অশোক। আর জয়ধ্বনি তুলনা সেনাপতি! তোমাদের ঐ উদ্ধত জয়ধ্বনি দেখছ না আজ কি দারুণ অপমানে, লজ্জায় মাথা গুঁজে ধূলার মাঝে লুটিয়ে যাচ্ছে?

রুদ্র। সম্রাট!—

অশোক। তোমাদের সম্রাট চণ্ডাশোক মরেছে, তার প্রেতাত্মাকে যদি খুঁজতে চাও, তার রচিত নরকে সন্ধান কর গে।

[রাধাগুপ্ত, দীপঙ্কর ও মহেন্দ্রের প্রবেশ]

রাধা। চণ্ডাশোক আজ ধর্ম্মাশোকে পরিণত, এ শুভ ঘটনা, আমার অন্তরকে আনন্দে বার বার স্ফীত কচ্ছে। এই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় এ স্থবির এতদিন বেঁচে আছে।

দীপ। একে চিন্‌তে পাচ্ছেন সম্রাট?—

অশোক। এঁ্যা! মহেন্দ্র?—মহেন্দ্র? কোন্ মৃত্যুলোক হতে

এতদিনে তুই ফিরে এলি ? জনরব না রটনা করেছে তোকেও তোর ভাই অশোক হত্যা করেছে ? তবে তুই বেঁচে আছিস্ ?

মহেন্দ্র। তোমার দাদা! সিংহাসন ঘিরে জীবন-সংগ্রামের কর্ণবিদারী কলরব উঠেছিল তাই তোমার এই শান্তিপ্রিয় ভাইটি সব কোলাহলের নেপথ্যে একটা নিরালায় আশ্রয় নিয়েছিল।

অশোক। আজ তোর দাদার জীবনসংগ্রামের সমস্ত কলরব থেমে গেছে, তাই বুঝি কাছে এলি ? তুইত এলি, তোর দাদার এই শুভদিনে শুভকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী সঙ্ঘমিত্রাকে কোথায় রেখে এলি ?

মহেন্দ্র। পীড়িত এক অনাথ পথপার্শ্বে পড়ে ছট্ ফট্ কচ্ছিল, তাকে আশ্রমে নিয়ে এসে শুশ্রূষা কচ্ছে।

অশোক। ভগ্নী আমার বড় স্নেহময়ী। তখনো তার শৈশব কাটেনি, এক দিন বাদলা সন্ধ্যায় তার পোষা একটা বিড়াল ছানাকে একটা বুনো শেয়াল তাড়া করে। বিড়ালটি যে কোথায় গেল তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, ভগ্নী কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়ল, সারা রাত্রি তাকে আর ঘুম পাড়ানো গেল না।

রাধা। সম্রাট কি রাজধানীতে ফিরে যাবেন না। পুত্রদেরে নিয়ে কি অরণ্যেই রাজত্ব স্থাপন করবেন ?

অশোক। মন্ত্রী, সেনাপতি সব ত আজ এখানে, রাজ্যে ফিরে যেয়ে কাদেরে নিয়ে রাজত্ব করব ? এই সুন্দর বালকটিকে চিন্তে পাচ্ছেন মন্ত্রি ? একে না ভয়ে ভয়ে আপনারা আমার সম্মুখে আস্তে দেন নি ?—আজ কিন্তু একে আমি মুঠোর মধ্যে পেয়েছি।

রাধা। সম্রাটের সে মুঠো আজ স্নেহ, করুণায় ভরা। আজ আমাদের আর কোন ভয় নেই।

অশোক। স্নেহ, করুণা এ বালকের উপর আজ আসে নি, একে যেদিন প্রথম দেখেছিলেম, সে দিনেই আমার বুকে স্নেহের বাণ ডেকেছিল; তখন যদি একে পেতাম অশোকের জীবন-ইতিহাস এত কালো বর্ণে রঞ্জিত হত না।

রাধা। মানুষ পদে পদে ভুল করে। এই ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কোন প্রতিকার নেই সম্রাট!

অশোক। কিন্তু আমি একজনকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারব না, যার অগ্নিদৃষ্টি আমার স্নেহের কুণালকে অন্ধ করেছে।

দীপঙ্কর। তাকেও ক্ষমা করতে হবে সম্রাট! গঙ্গাপ্রবাহ সকল আবর্জ্জনাকেই সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

নিগ্রোধ। ক্ষমা কর তাত! ক্ষমা কর। তোমার শুভ্র পবিত্র মন আর কোন পঙ্কিল স্মৃতির স্পর্শে মলিন করে তুল না।

কুণাল। ক্ষমা কর পিতা! ক্ষমা কর। তোমার যে প্রাণ জ্যোৎস্নালোকের মত নির্ম্মল হয়ে উঠেছে তাতে আর রক্তের দাগ লাগিও না।

অশোক। যাক তবে। তোদের এত উত্ত্যক্ত প্রাণও যখন আজ ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে, তখন সব গ্লানি সব অপ্রিয় ক্ষমার মাঝে মিশে যাক।

নিগ্রোধ। তাই ভাল তাত! অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে চল

সে ক্ষমসুন্দরের তীর্থে তীর্থ যাত্রা আরম্ভ করি। এস কুণাল, ভগবানের আহ্বান মধ্য দিয়ে পিতাকে নিয়ে অগ্রসর হই।

কুণাল ও নিগ্রোধ গাইল—

এস সুন্দর!
এস সুন্দর!
এস মম শূন্য মরম-মন্দিরে।
আমি চয়ন করিব শেফালি,
জ্বালিব দীপালী,
রচিব পূজার ডালি,
তোমারি আসন ঘিরে।
ওগো মন মোহনিয়া!
তুমি রুচির চরণ
সুচির করিয়া
হৃদয় আসনে বসিও আসিয়া,
আমি দুটি মুদিত নয়ন দিয়া
চাঁদ মুখ চাহিয়া চাহিয়া
বাঁশীটি বাজাব ধীরে।

[সকলের প্রস্থান]

—তৃতীয় দৃশ্য—

স্থান—ঋষিপত্তন। কাল—প্রভাত।

অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়াতলে উপগুপ্ত বসিয়া নীরবে প্রার্থনা করিতেছিলেন হঠাৎ নেপথ্যে বন্দনাগীত উঠিল,—

বুদ্ধং মে শরণম্।
ধর্ম্মং মে শরণম্।
সঙ্ঘং মে শরণম্।

উপ। সমস্ত সন্তপ্ত জগৎ আজ প্রাণময় আবেগে শুধু এই গানই কীর্ত্তন কচ্ছে। এই পুণ্যতীর্থে এসে হে পরম কারুণিক দেবতা! তোমার সে কঠোর তপস্যার কথাই আজ বার বার মনে পড়্ছে।—নিরঞ্জনার নিস্তরঙ্গ বারি রাশির উপর প্রভাতসূর্য্যের হেমকিরণ ধারা নেমে এসেছে,—বসন্তের নবশ্যাম বনানী গলিত কাঞ্চন আভায় প্রফুল্ল,—নবোদিত সূর্য্যকে ললাটে নিয়ে আকাশ স্থির, মৌন,—যেন একটা মহাঘটনাকে প্রত্যক্ষ কর্‌বার জন্য প্রতীক্ষা করে আছে,—সমীরণ বইতেছে, পল্লবে, পল্লবে মৃদু কম্পন জাগিয়ে, আকাশ, ভুবনের এ সমাহিত ভাব দেখে বন-বিহঙ্গমেরাও স্তব্ধ,—তাদের প্রাণও যেন একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবার জন্য উৎসুক। প্রকৃতির এই শান্ত, সৌম্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে এলে তুমি

দীর্ঘ তপস্যাক্লিষ্ট একটা শীর্ণ শরীর নিয়ে, কিন্তু তোমার কণ্ঠে উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হল, তোমার স্থির সঙ্কল্পের প্রতিজ্ঞা বাণী—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু"—

মানবকল্যাণের জন্য প্রতিজ্ঞা করে যে ব্রত গ্রহণ করলে তা ব্যর্থ হল না।—তোমার তপস্যা সিদ্ধ হল, মানব ধন্য হল, বিশ্ব ধন্য হল।

[মন্ত্রী ও সৈন্য সামন্ত পরিবেষ্টিত হইয়া কুণাল ও নিগ্রোধ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট অশোক প্রবেশ করিলেন]

উপ। এসেছ তোমরা বৎস? ভগবান তথাগত তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

[সকলে উপগুপ্তের চরণে প্রণত হইলেন]

অশোক। পরম স্নেহভাজন নিগ্রোধ এইখানেই আমাদের নিয়ে এল প্রভু!

উপ। এ স্থান বড় পবিত্র বৎস! সিদ্ধিলাভ করে মহাপুরুষ অমিতাভ, মানব শিক্ষার জন্য এইখানেই প্রথম ধর্ম্মচক্র স্থাপন করেন; মৃগদাবের এই অশ্বত্থ ছায়া তলেই অহিংসার মহাবাণী জগতে প্রথম উচ্চারিত হয়। এর পবিত্র ধূলি অঙ্গে মেখে দেহকে শুদ্ধ করে নাও।

অশোক। এ স্থান বড়ই মনোরম। পুণ্যতীর্থ বারাণসীর অশেষ কলরবমুখর দেবভূমি হতে বিজন সারানাথের এ নেপথ্যেই যেন সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান প্রভু!

উপ। সত্য বৎস! তাই নিরঞ্জনার তীরের স্মৃতি আজ এই বিসর্পিনী বরুণার তীরে তার আনন্দসংবাদ বহন করে এনেছে।

অশোক। আপনার আশীর্ব্বাদের তলে মাথা দিয়েছি, এ অধম অভাজনকে উদ্ধার করুন।

উপ। উদ্ধার তিনি করবেন যাঁর করুণার ধারা বৎস, তোমার অন্তরের সমস্ত কলঙ্ককে ধুয়ে তাকে শুভ্র করে তুলেছে। মানবপীড়ন হতে মানবমঙ্গলের ব্রত বড় কঠিন; এর জন্য সিদ্ধার্থের মত মহা-পুরুষকেও দীর্ঘ দিন ধরে কঠোর সাধনা করতে হয়েছিল।

অশোক। সে ব্রতের দীক্ষামন্ত্র আমায় দিন প্রভু!

উপ। কান পেতে শোন বৎস! বিশ্বের চারদিকে এ মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে,—প্রতি উষায় অরুণের কিরণ ধারায়, যামিনীর জ্যোৎস্নালোকে, পুষ্প সৌরভে, জলদ বর্ষণে এই মন্ত্রের মোহন সুর নিত্য ধ্বনিত। মানব তাদের জীবন সংগ্রামের কলরবের মধ্যে এ ধ্বনি শুনতে পায় না, তাই বিশ্বব্যাপী এই দুঃখ, এত ক্রন্দন,—এত অশ্রু। এই পুণ্যতীর্থে সংসারের সমস্ত কোলাহলকে ছাপিয়ে এই মন্ত্র যখন ভগবান তথাগতের কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হল, সমস্ত ভারতবর্ষ তখন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল;—যাদের কর্ণ খুব সচেতন, তাদের কর্ণে এ মন্ত্র পৌঁছেছিল, তাই তারা ছুটে এসেছিল,—তাই তারা জুড়িয়েছিল। আজ তোমার কর্ণেও সে মন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। যাও বৎস! জীবের কল্যাণ ব্রতে অগ্রসর হও। এই দীক্ষার বীজমন্ত্র,—জীবকল্যাণ।

অশোক। তাই হোক প্রভু! জীবনের এ নবযুগসন্ধিক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন প্রভু! যেন আমার এ পুণ্যব্রত সফল হয়।

উপ। ভগবান তথাগত তোমার মঙ্গল করুন।

অশোক। সেনাপতি, সামন্ত আজ তোমরা সকলে তোমাদের অসি চিরদিনের জন্য কোষবদ্ধ রেখে বিশ্বের কল্যাণের জন্য করযুগল প্রসারিত করে অশোকের নব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করগে। নগরে, নগরে বিদ্যামন্দির স্থাপন কর, প্রতি পল্লীতে আতুরের জন্য সেবাসদন প্রতিষ্ঠা কর, ভাস্করগণকে ডেকে উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভে খোদিত করে রাখ মানবের পবিত্র জীবনযাত্রার অমূল্য উপদেশগুলি। তোমাদের সম্রাটের রাজ্য বিস্তারের জন্য যে পাপ করেছ আজ সম্রাটের সঙ্গে সকলে মিলে তার প্রায়শ্চিত্ত কর।

সকলে। জয় ভগবান তথাগতের জয়! জয় সম্রাট অশোকের জয়!

[গাইতে গাইতে ভিক্ষু বালকগণের প্রবেশ]

আজি প্রভাত কিরণে
ভুবনে ভুবনে,
ধ্বনিয়া উঠিল একি মঙ্গল গান!
সকল দ্বেষ, সকল হিংসা, সকল পাপ
হল অবসান।
জয় জয় তথাগত জয় ভগবান!

সম্রাট অশোক

পরাণে, পরাণে এ কি প্রেম জাগরণ

ফেলে দাও অসি,

তারে নাহি প্রয়োজন,

বাঁশীতে বাঁশীতে তোল

মহামিলনের তান।

জয় জয় সুগত জয় ভগবান।